

মনীষী চরিত

আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ)

নূরুল ইসলাম*

ভূমিকাঃ

হাদীছ শাস্ত্রে ভারতীয় উপমহাদেশের আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরামের অবদান সর্বজনবিদিত। মিসরের ইসলামী আইন ইনস্টিটিউট (مدرسة القضاء الشرعي)-এর ইসলামী শরী'আর প্রফেসর মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয আল-খাওলী বলেন,

ولا يوجد في الشعوب الإسلامية- على كثرتها و
اختلاف اجناسها- من وفي الحديث قسطه من
العناية في هذا العصر، مثل إخواننا مسلمي
الهند، أولئك الذين وجد بينهم حفاظ للسنة،
ودارسون لها على نحو ما كانت تدرس في القرن
الثالث، حرية في الفهم، ونظرفي الاسانيد-

‘বর্তমান বিশ্বে মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রাবল্য এবং জাতি-গোষ্ঠীর ভিন্নতা সত্ত্বেও আমাদের হিন্দুস্থানের মুসলিম ভাইগণের ন্যায় এমন ব্যক্তি পাওয়া যাবে না, যারা হাদীছের ক্ষেত্রে তাদের যথোপযুক্ত দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন। তাদের মধ্যে সুন্নাহর সংরক্ষক এবং হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর ন্যায় মুক্তমন নিয়ে হাদীছ অধ্যয়নকারী এবং সনদ পর্যালোচনাকারী ব্যক্তিত্ব পাওয়া যায়’।^১

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক শায়খ হাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল-আনছারী (১৩৪০-১৪১৮ হিঃ) বলেন,

ولا شك أن الجهابذة الذين عاشوا لهذه السنة
باعترا ف كل صديق وعدو: هم علماء أهل الحديث
من القرن الثالث حتى عصرنا هذا-

‘শত্রু-মিত্র সকলের স্বীকৃতি অনুযায়ী এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, হিজরী তৃতীয় শতাব্দী থেকে অদ্যাবধি সুন্নাহর জন্য যে সমস্ত পণ্ডিত ব্যক্তি বেঁচে ছিলেন, তাঁরা হ'লেন আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম’।^২ হিজরী ত্রয়োদশ

ও চতুর্দশ শতাব্দীর এমনি এক মুহাদ্দিছ ছিলেন তিরমিযী শরীফের বিশ্ববিখ্যাত আরবী ভাষ্য ‘তুহফাতুল আহওয়ায়ী’র রচয়িতা আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী। ইলমে হাদীছের মহীরুহ, জগদ্বিখ্যাত আহলেহাদীছ ব্যক্তিত্ব, ‘শায়খুল কুল ফিল কুল’ (সর্বকালের সকলের সেরা বিদ্বান) মিয়া নাযীর হুসাইন দেহলভীর খ্যাতনামা ছাত্র ছিলেন তিনি। শিক্ষকতা, গ্রন্থ রচনা, ফৎওয়া প্রদান, হাদীছের প্রচার-প্রসার ও আমল বিল হাদীছ হাদীছ (অনুযায়ী আমল)-এর জন্য যে সমস্ত আহলেহাদীছ বিদ্বান নিজেদের জীবনকে সর্বতোভাবে উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আল্লামা মুবারকপুরীর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে ইতিহাসের পাতায়। হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর অবদান পূর্ণিমা রাতে মেঘমুক্ত আকাশে উদিত চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিমান।

জন্ম ও বংশ পরিচয়ঃ

নাম মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী। উপনাম আবুল উলা। তিনি ১২৮৩ হিঃ/১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে-ভারতের উত্তর প্রদেশের আযমগড় জেলার মুবারকপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।^৩ সাধারণ্যে তিনি ‘বড় মাওলানা ছাহেব’ (بڑیے مولانا صاحب) রূপে পরিচিত ছিলেন।^৪

মুবারকপুরীর দাদা হাজী শায়খ বাহাদুর মুবারকপুর গ্রামের অভিজাত ব্যক্তি ছিলেন। বাবা হাফেয আব্দুর রহীমও (মৃঃ ১৩৩০ হিঃ/১৯১২ খৃঃ) বিশিষ্ট আহলেহাদীছ বিদ্বান ছিলেন।

তিনি ‘বড় হাফেয ছাহেব’ (بڑیے حافظ صاحب) রূপে পরিচিত ছিলেন।^৫ তিনি কাযী ইমামুদ্দীন জৌনপুরীর কাছে কুরআন মাজীদ হিফয (মুখস্থ) করেন এবং তাজবীদ শিক্ষা লাভ করেন। হাফেয ও ক্বারী হিসাবে তাঁর মর্যাদা এতদূর উন্নীত হয়েছিল যে, মুবারকপুর ও তৎসন্নিকটস্থ এলাকার কোন হাফেয হিফয সম্পন্ন করার পর যদি তাঁকে কুরআন না শুনাত, তাহ'লে তাকে ‘হাফেয’ গণ্য করা হ'ত না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ঐ এলাকার সকল হাফেয তাঁর শিষ্য ছিল।^৬

তিনি নিজ এলাকার একজন প্রসিদ্ধ হেকিমও ছিলেন। তিনি সমকালীন বিশিষ্ট আলেমগণের কাছ থেকে হাদীছ, ফিকুহ,

৩. মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়ায়ী, মুহাদ্দিমা ১-২ খণ্ড (বেকুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, তাবি), পৃঃ ৫৩০ আব্দুস সামী মুবারকপুরী লিখিত লেখকের জীবনী অংশ দ্রঃ; মুহাম্মাদ উযাইর সালাফী, হায়াতুল মুহাদ্দিছ শামসুল হক ওয়া আ'মালুহ (বেনারসঃ জামে'আ সালাফিয়া, ১৩৯৯ হিঃ/১৯৭৯ খৃঃ), পৃঃ ২৯৫।
৪. উর্দু সাপ্তাহিক ‘আল-ই-তেহজাম’, ৩০ এপ্রিল- ৬ মে ২০০৪, সংখ্যা ১৭, খণ্ড ৫৬, ৩১ শীশমহল রোড, লাহোর, পৃঃ ২১।

৫. মাওলানা কাযী আতুহার মুবারকপুরী, তায়কেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর (মুহাঃ রহীমী প্রেস, ১৯৭৪), পৃঃ ১৪৫ ও ১৩৬।

৬. ইমাম খান নওশাহরাবী, তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ (পাকিস্তানঃ মারকাযী জমঈয়েত ত্বালাবায়ে আহলেহাদীছ, ২য় সংস্করণ ১৩৯১ হিঃ/১৯৮১ খৃঃ), পৃঃ ৩২২।

* আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয আল-খাওলী, মিসরঃ সুন্নাহ (মিসরঃ আল-মাতবা'আতুল আরাবিয়াহ, ১৯২৮), পৃঃ ১৬৮-৬৯।

২. আব্দুর রহমান ফিরিওয়াঈ, জুহুদ মুখলিছাহ ফী বিদমাতিস সুন্নাতিল মুতাহহারাহ (বেনারসঃ জামে'আ সালাফিয়া, ১৪০৬ হিঃ/১৯৮৬ খৃঃ), পৃঃ ১১ হাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল-আনছারী লিখিত ভূমিকা দ্রঃ।

মানতেকু, দর্শন, নাহ্, ছরফ প্রভৃতি বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। তাঁর শিক্ষকগণের মধ্যে কাযী মুহাম্মাদ মিছলীশহরী, মাওলানা মুহাম্মাদ ফয়যুল্লাহ মউবী এবং মোল্লা মুহাম্মাদ হুসামুদ্দীন মউবীর (মৃঃ ১৩১০ হিঃ) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।^৭

পর্যাপ্ত জ্ঞানার্জনের পর তিনি পাঠদানে নিয়োজিত হন। তাঁর ছাত্রদের মাঝে হাফেয শাহ্ নিয়ামুদ্দীন সিরয়ানবী এবং 'সীরাতুল বুখারী' (ইমাম বুখারীর জীবন চরিত)-এর লেখক, বিশিষ্ট আহলেহাদীছ বিদ্বান আব্দুস সালাম মুবারকপুরীর (১২৮৯-১৩৪২ হিঃ/১৮৭১-১৯২৪ খৃঃ) নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।^৮

মুবারকপুর এবং উহার আশপাশে আহলেহাদীছ মতাদর্শের প্রচার ও প্রসারে তিনি বিরাট ভূমিকা পালন করেন।^৯ ইমাম খান নওশাহরারী ভাষ্য মতে, তিনি মুবারকপুরে প্রথম আমল বিল হাদীছ (হাদীছ অনুযায়ী আমল)-এর সূচনা করেন।^{১০}

শিক্ষাঃ

মুবারকপুরীর খান্দান জ্ঞানে-গুণে এবং তাকুওয়া-পরহেযগারিতার প্রাচুর্যে সমৃদ্ধ ছিল। এ রকম ধর্মীয় পরিবেশে মুবারকপুরী মুবারকপুরে বাবার তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন।^{১১}

তিনি বাল্যকালে কুরআন মাজীদ খতম করেন এবং উর্দু ও ফার্সী ভাষার বেশ কিছু পুস্তিকা অধ্যয়ন করেন। অতঃপর বাবা ও নিজ গ্রামের ওলামায়ে কেরামের কাছে সাহিত্য, রচনা (إنشاء) ও চরিত্র গঠন সংক্রান্ত ফার্সী গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেন। এগুলিতে তিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং সহপাঠীদের ছাড়িয়ে যান। অতঃপর পার্শ্ববর্তী গ্রাম ও শহরে ভ্রমণ করে মাওলানা হুসামুদ্দীন মউবী (মৃঃ ১৩১০ হিঃ), মাওলানা ফয়যুল্লাহ মউবী (মৃঃ ১৩১৬ হিঃ), মাওলানা খোদাবখশ মেহরাজগঞ্জী (মৃঃ ১৩৩৩ হিঃ), মাওলানা মুহাম্মাদ সেলীম ফিরয়্যাবী (মৃঃ ১৩২৪ হিঃ) প্রমুখ খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরামের কাছে নাহ্, ছরফ, ফিকুহ, উছুলে ফিকুহ, মানতেকু প্রভৃতি শাস্ত্রের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেন।^{১২}

মাওলানার বয়স যখন কিছুটা বাড়ল এবং প্রচলিত জ্ঞানের কিছু গ্রন্থ পড়া শেষ করলেন, তখন উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে বাসনায় গাযীপুরের 'চশমায়ে রহমত' মাদরাসায় গমন করলেন। মুবারকপুর থেকে কিছু দূরে অবস্থিত উক্ত মাদরাসাটির খ্যাতি তখন তুঙ্গে। সেখানে আরবী, ফার্সী ও

উর্দু ছাড়াও হিন্দী, সংস্কৃতি ও ইংরেজী পড়ানো হ'ত।^{১৩} তিনি সেখানে গিয়ে দীর্ঘ ৫ বছর মাওলানা হাফেয আব্দুল্লাহ গাযীপুরীর (মৃঃ ১৩৩৭ হিঃ) নিকট একাগ্রচিত্তে নাহ্, ছরফ, ইলমে মা'আনী, সাহিত্য, মানতেকু, দর্শন, অংক, ফিকুহ, উছুলে ফিকুহ, হাদীছ, উছুলে হাদীছ, তাফসীর, উছুলে তাফসীর প্রভৃতি শাস্ত্রের জ্ঞান আহরণ করেন।

মুবারকপুরীকে গাযীপুরী ছাহেব অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনি তাঁকে দিল্লীতে মিয়া নায়ীর হুসাইন দেহলভীর (১২৪১-১৩২০ হিঃ) কাছে যাওয়ার পরামর্শ দেন। বাবার অনুমতি নিয়ে তিনি দিল্লীতে পাড়ি জমালেন। তখন তিনি ১৯ বছরের টগবগে যুবক আর মিয়া ছাহেবের বয়স ৮৬ বছর। তিনি তাঁর কাছ থেকে ছহীহ বুখারী, ছহীহ মুসলিম, জামে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ, নাসাই'র শেষাংশ, ইবনু মাজাহ'র প্রথমাংশ, মিশকাতুল মাছাবীহ, বুলগুল মারাম, তাফসীরে জালালাইন, তাফসীরে বায়যাবী, হেদায়া'র প্রথমাংশ, নুখবাতুল ফিকারের অধিকাংশ ভাষ্য অধ্যয়ন করেন এবং কুরআন মাজীদে ২৪ পারা পর্যন্ত তর্জমা শুনান। ১৩০৬ হিজরীতে তিনি তাঁর নিকট থেকে শিক্ষা সমাপনী সনদ ও 'ইজাযাহ'* লাভ করেন।^{১৪} সনদের শেষে মিয়া ছাহেব নিম্নোক্ত কথাগুলি লিখেন-

وَأَوْصِيهِ بِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى فِي السَّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ
وَأَشَاعَةِ السُّنَّةِ السُّنِّيَةِ بِاخْوَفِ لَوْمَةٍ لَائِمٍ-

'প্রকাশ্য ও গোপনে আল্লাহ তাঁকে আল্লাহভীতি ও নিন্দ্রকের নিন্দার পরোয়া না করে সুম্মার প্রসারের অহিয়ত করছি'।^{১৫} এছাড়া ১৩১৩ হিজরীতে তিনি মাওলানা মুহাম্মাদ বিন আব্দুল আযীয মিছলীশহরী ও ১৩১৪ হিজরীতে কাযী হুসাইন বিন মুহসিন আনছারী ইয়ামানীর নিকট থেকে সনদ লাভ করেন।^{১৬}

কর্মজীবনঃ

মুবারকপুরীর বাবা হাফেয আব্দুর রহীম ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে 'মাদরাসা দারুত তা'লীম' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৩৩ হিজরীতে শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি বাবার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাতে পাঠদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন এবং ১৯১২ খৃষ্টাব্দে উক্ত মাদরাসার প্রভূত উন্নতিসাধন করেন।^{১৭}

১০. আল-ইতেহাম, প্রাণ্ড, পৃঃ ১৬।

* উছুলে হাদীছের পরিভাষায় শিক্ষক ছাত্রকে তাঁর নিকট থেকে শ্রুত বিষয় অথবা তাঁর রচিত কোন গ্রন্থ বর্ণনা করার অনুমতি প্রদান করাকে 'ইজাযাহ' বলা হয়। চাই তিনি তাঁর উক্ত বিষয় শ্রবণ করুন অথবা পাঠ করুন। দ্রঃ ডঃ মুহাম্মাদ আহ-ছাব্বাগ, আল-হাদীছুন নববী (বেকুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী ১৪০২ হিঃ/১৯৮২ খৃঃ), পৃঃ ২০৯।

১৪. তুহফাতুল আহওয়ায়ী, মুকাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫৩১-৩২; তাযকেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর, পৃঃ ১৪৬; আল-ইতেহাম, প্রাণ্ড, পৃঃ ১৫-১৬।

১৫. তুহফাতুল আহওয়ায়ী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪।

১৬. তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ পৃঃ ৩৩৩; আল-ইতেহাম, মুবারকপুর, পৃঃ ১৪৬-৪৭; আল-ইতেহাম, প্রাণ্ড, পৃঃ ১৫-১৬।

১৭. আবেদ হাসান রহমানী ও সাদাতুল্লাহ আল-হাদীছ কী তাদরীসী খিদমাত (চেন্নাই) মাসিক সালাফিয়া, ১৪০০ হিঃ/১৯৮০ খৃঃ, পৃঃ ৯৪।

৭. আল-ইতেহাম, প্রাণ্ড, পৃঃ ১৫।

৮. তাযকেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর, পৃঃ ১৩৬-৩৭।

৯. আল-ইতেহাম, প্রাণ্ড, পৃঃ ১৫।

১০. তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ৩২৩।

১১. আল-ইতেহাম, প্রাণ্ড, পৃঃ ১৫; হায়াতুল মুহাদ্দিহ, পৃঃ ২৯৫।

১২. তাযকেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর, পৃঃ ১৪৬; তুহফাতুল আহওয়ায়ী, মুকাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫৩০; তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ৩২৪; হায়াতুল মুহাদ্দিহ, পৃঃ ২৯৫; আল-ইতেহাম, প্রাণ্ড, পৃঃ ১৫।

এ মাদরাসায় পাঠদানের পাশাপাশি তিনি ফৎওয়া লিখার খিদমতও আগ্রাম দিতেন। অত্যল্পকালের মধ্যেই এই মাদরাসার সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে দূর-দুরান্তের জ্ঞান পিপাসুরা এখানে এসে তাদের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করে। 'মাদরাসা দারুল তা'লীম'-য়ে পাঠদান ছাড়াও তিনি গোষ্ঠা, বস্তী প্রভৃতি যেলায় দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। উক্ত যেলাসমূহের লোকজন তাঁর দাওয়াতে দারুণভাবে প্রভাবিত হয়।^{১৮}

তিনি উত্তর প্রদেশের গোষ্ঠা যেলার বলরামপুরে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে তিনি কিছুদিন কুরআন-হাদীছের দরস দেন। ১৩৩৯ হিঃ/১৯০৪ বা ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে উক্ত যেলার আল্লাহনগর গ্রামে 'ফায়যুল উলুম' মাদরাসা এবং ১৯০৭ সালে বোনচেয়ার গ্রামে 'জামে'আ সিরাজুল উলুম' প্রতিষ্ঠা করেন। শেষোক্ত মাদরাসায় তিনি ১৯১০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পাঠদান করেন।^{১৯} উল্লেখ্য, 'জামে'আ সিরাজুল উলুম' অধ্যাপনাকালে তিনি তিরমিযী শরীফের বিশ্ববিখ্যাত আরবী ভাষ্য 'তুহফাতুল আহওয়ায়ী' রচনা শুরু করেন।^{২০} মিয়া নায়ীর হুসাইন দেহলভীর ছাত্র মাওলানা ইবরাহীম আরাতী (মৃঃ ১৩২০ হিঃ) বিহারের আরাহ যেলায় 'মাদরাসা আহমাদিয়া' প্রতিষ্ঠা করেন। মুবারকপুরীর শিক্ষক হাফেয আব্দুল্লাহ গাযীপুরী সেখানকার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তাঁর নির্দেশে তিনি ১৯১০ সালে এ মাদরাসায় এসে শিক্ষকতায় নিয়োজিত হন।^{২১} অল্প সময়ের ব্যবধানে এই মাদরাসার খ্যাতি দিগ্বিদিক ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ইলমে দ্বীন হাছিলের জন্য দূর-দুরান্তের ছাত্ররা ছুটে আসে এখানে। এ মাদরাসা থেকে তাঁর যে সমস্ত ছাত্র ফারেগ হন, তাঁরা পরবর্তীতে কুরআন-সুন্নাহর ঝাণ্ডা নিয়ে বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েন এবং কুরআন-সুন্নাহর প্রচার-প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।^{২২}

এছাড়া তিনি কলকাতায় 'দারুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ' মাদরাসায় কয়েক বছর শিক্ষকতা করেন। এরপর তিনি আর কোন মাদরাসায় শিক্ষকতা করেননি। বরং আমৃত্যু বাড়ীতে অবস্থান করে লেখনীর মাঝে নিজেকে সর্বৈব ভুবিয়্যে দেন।^{২৩}

কা'বা শরীফে হাদীছের পাঠদানের আমন্ত্রণঃ

মুহাদ্দিছ হিসাবে আল্লামা মুবারকপুরীর খ্যাতি ছিল বিশ্বব্যাপী। সেকারণ তদানীন্তন সউদী বাদশাহ আব্দুল আযীয বিন আব্দুর রহমান তাঁকে কা'বা শরীফে হাদীছের দরস দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু সে সময় তিনি তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যা 'তুহফাতুল আহওয়ায়ী'

লিখছিলেন বিধায় বাদশাহর আহ্বানে সাড়া দেননি।^{২৪}

ছাত্রমণ্ডলীঃ

মুবারকপুরী জীবনের এক তৃতীয়াংশ (২২/২৩ বছর) মুবারকপুর, বস্তী, আরাহ, কলকাতা, গোষ্ঠা প্রভৃতি স্থানের মাদরাসা সমূহে শিক্ষকতা করেন। এ সুদীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে বহু ছাত্র তাঁর কাছ থেকে ইলমে দ্বীন অর্জন করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন-

১. 'সীরাতুল বুখারী' (ইমাম বুখারীর জীবন চরিত) গ্রন্থের রচয়িতা মাওলানা আব্দুস সালাম মুবারকপুরী।
২. মিশকাতের বিশ্ববিখ্যাত আরবী ভাষ্য 'মির'আতুল মাফাতীহ'-এর রচয়িতা আল্লামা ওবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী।
৩. জার্মানীর বন ইউনিভার্সিটির আরবী ভাষার অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মাদ তাকিউদ্দীন বিন আব্দুল ক্বাদের আল-হেলালী আল-মাগরেবী।
৪. উর্দু ভাষায় রচিত 'আহলেহাদীছ আওর সিয়াসাত' (আহলেহাদীছ ও রাজনীতি) গ্রন্থের রচয়িতা মাওলানা নায়ীর আহমাদ রহমানী আমলুবী।
৫. হাফেয আব্দুল্লাহ নাজদী অতঃপর মিসরী।
৬. রুকাইয়া বিনতে আল্লামা খলীল।
৭. মাওলানা আব্দুল জব্বার গৌন্দলবী জয়পুরী।
৮. মাওলানা আব্দুস সামী' মুবারকপুরী (ইনি 'তুহফাতুল আহওয়ায়ী'র মুকাদ্দিমা খণ্ডের শেষে আল্লামা মুবারকপুরীর তথ্যবহুল জীবনী লিখেছেন)।
৯. মাওলানা মুহাম্মাদ আমীন আছারী।
১০. মাওলানা আমীন আহসান ইছলাহী।
১১. মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক আছারী।
১২. মাওলানা শাহ মুহাম্মাদ সিরয়ানবী।
১৩. মাওলানা আব্দুর রায়যাক ছাদেকপুরী।
১৪. মাওলানা আব্দুছ ছামাদ মুবারকপুরী।
১৫. মাওলানা আব্দুর রহমান নগরনাহসাবী।
১৬. মাওলানা মুহাম্মাদ বাশীর মুবারকপুরী।
১৭. মাওলানা আবু নু'মান আব্দুর রহমান মউবী।
১৮. মাওলানা নে'আমাতুল্লাহ বারদোয়ানী।
১৯. মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল মুবারকপুরী।
২০. মাওলানা আব্দুল হাকীম ফতেহপুরী।
২১. মাওলানা মুহাম্মাদ জা'ফর টোংকী।
২২. মাওলানা মুহাম্মাদ আছগার মুবারকপুরী।
২৩. মাওলানা হাকীম ইলাহীবখশ মুবারকপুরী প্রমুখ।^{২৫}

১৮. আল-ই'তেছাম, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ১৭।

১৯. জামা'আতে আহলেহাদীছ কী তাদরীসী খিদমাত, পৃঃ ৬৮, ৭২; হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ২৯৫-৯৬; তুহফাতুল আহওয়ায়ী, মুকাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫০২; আল-ই'তেছাম, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ১৮।

২০. জামা'আতে আহলেহাদীছ কী তাদরীসী খিদমাত, পৃঃ ৬৮।

২১. আল-ই'তেছাম, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ১৮।

২২. তুহফাতুল আহওয়ায়ী, মুকাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫৩৫।

২৩. তায়কেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর, পৃঃ ১৪৮; হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ২৯৬।

২৪. তায়কেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর, পৃঃ ১৫০; আল-ই'তেছাম, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ১৮।

২৫. তায়কেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর, পৃঃ ১৫১; তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ৩২৫; জামা'আতে আহলেহাদীছ কী তাদরীসী খিদমাত, পৃঃ ৯৪; তুহফাতুল আহওয়ায়ী, মুকাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫৩৭-৩৮; আল-ই'তেছাম, প্রাণ্ডক্ত, পৃঃ ১৭-১৮।

মনীষী চরিত

আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ)

নূরুল ইসলাম*

(২য় কিস্তি)

‘আওনুল মা‘বুদ’ প্রণয়নে সহায়তাঃ

আবদাউদ শরীফের বিশ্ববিখ্যাত আরবী ভাষ্য ‘আওনুল মা‘বুদ’ রচনার প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহের জন্য আল্লামা মুহাম্মাদ শামসুল হক আযীমাবাদীর (১২৭৩-১৩২৯ হিঃ/ ১৮৫৭-১৯১১ খৃঃ) নির্দেশে ৭ সদস্য বিশিষ্ট যে বোর্ড গঠিত হয়েছিল, তার অন্যতম সদস্য ছিলেন আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী। উক্ত বোর্ডের অন্য সদস্যগণ ছিলেন- আল্লামা আযীমাবাদীর ছোট ভাই মাওলানা মুহাম্মাদ আশরাফ ডিয়ানবী আযীমাবাদী (১২৭৫-১৩২৬ হিঃ), আযীমাবাদীর পুত্র মাওলানা মুহাম্মাদ ইদরীস ডিয়ানবী আযীমাবাদী (মৃঃ ১৯৬০ খৃঃ), মাওলানা আব্দুল জব্বার বিন নূর আহমাদ ডিয়ানবী আযীমাবাদী (১২৯৭-১৩১৯ হিঃ), কাযী ইউসুফ হুসাইন খানপুরী (১২৮৫-১৩৫২ হিঃ), তাকুলীদ ও ইজতিহাদ বিষয়ক অনন্য গবেষণা গ্রন্থ ‘আল-ইরশাদ ইলা সাবীলির রাশাদ’ (উর্দু)-এর রচয়িতা হাফেয মুহাম্মাদ বিন কিফায়াতুল্লাহ শাহজাহানপুরী (মৃঃ ১৩৩৮ হিঃ/১৯২০ খৃঃ) ও মুহাম্মাদ পিশাওয়ারী।^{২৬} ১৩২০-১৩২৩ হিজরী পর্যন্ত প্রায় ৪ বছর^{২৭} মতান্তরে ১৩১৭-২৩ হিজরী পর্যন্ত ৭ বছর মুবারকপুরী ছাহেব ‘আওনুল মা‘বুদ’ প্রণয়নে আল্লামা আযীমাবাদীকে সহায়তা করেন।^{২৮} আযীমাবাদী ছাহেব অন্যান্য সদস্যবৃন্দের তুলনায় আল্লামা মুবারকপুরীর উপর বেশী নির্ভরশীল ছিলেন।^{২৯} উক্ত কাজে সহায়তার জন্য তিনি আল্লামা মুবারকপুরীর জন্য বড় মাপের বেতনও নির্ধারণ করেছিলেন।^{৩০}

‘অল ইত্তিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স’ গঠনে অংশগ্রহণঃ

জামা‘আত বন্ধভাবে সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আহলেহাদীছ আন্দোলন চালিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে ১৩২৪

হিজরীর ৬ই যুলক্বাদা মোতাবেক ১৯০৬ সালের ২২শে ডিসেম্বর তারিখে হাফেয আব্দুল্লাহ গায়ীপুরী (১২৬০-১৩৩৭/১৮৪৪-১৯১৯), হাফেয আব্দুল আযীয রহীমাবাদী (১২৭০-১৩৩৬/১৮৫৫-১৯১৮), শামসুল হক আযীমাবাদী, আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, আয়নুল হক ফলওয়ারী (১২৮৭-১৩৩৩ হিঃ), ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (১২৮৭-১৩৬৭/১৮৬৮-১৯৪৮) প্রমুখ মিয়া নায়ীর হুসাইন দেহলভীর সেরা ছাত্রবৃন্দ বিহারের ‘আরাহ’ যেলার খ্যাতনামা আহলেহাদীছ আলেম ও রাজনীতিক আল্লামা ইবরাহীম আরাভী (১২৬৪-১৩১৯/১৮৪৯-১৯০১) প্রতিষ্ঠিত ‘মাদরাসা আহমাদিয়াহ’-র (প্রতিষ্ঠাকাল ১২৯৭/১৮৭৯ খৃঃ) বার্ষিক ইলমী সেমিনারে (مذاكره علمیه) একত্রিত হন এবং সেখানে উপস্থিত সুবীন্দ ও ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে ‘অল ইত্তিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স’ নামে একটি সর্বভারতীয় আহলেহাদীছ সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করে।^{৩১}

কলম সৈনিক মুবারকপুরীঃ

আল্লামা মুবারকপুরী যেমন ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক, তেমন ছিলেন কলমী জিহাদের এক অনন্য সৈনিক। কুরআন-সুন্নাহর অভ্রান্ত পথে তাঁর ক্ষুরধার লেখনী ছিল সদা তৎপর। তিনি মোট ১৯টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে ৩টি আরবী ভাষায় এবং ১৬টি উর্দু ভাষায়। প্রকাশিত হয়েছে ১১টি। অপ্রকাশিত রয়েছে ৮টি। নিম্নে তাঁর প্রকাশিত, অপ্রকাশিত ও অসমাপ্ত গ্রন্থাবলী সম্পর্কে আলোকপাত করা হ’ল-

ক. প্রকাশিত রচনাবলীঃ

১. তুহফাতুল আহওয়ায়ী (تحفة الاحوی):

তিরমিযী শরীফকে হানাফী ফিকুহের অনুগামী করার মানসে মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশীরী দেওবন্দী হানাফী ‘আল-উরফুশ শাযী আলা জামে‘ আত-তিরমিযী’ (العرف)

(التعرف) নামে তিরমিযী শরীফের একটি সংক্ষিপ্ত এবং মাওলানা ইশফাকুর রহমান ‘আত-তুইয়িবুশ শাযী ফী শারহিত তিরমিযী’ (الطيب)

(الطيب) নামে তিরমিযীর একটি বিশদ ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেন। পক্ষান্তরে তাকুলীদী বেড়াভাল মুক্ত হয়ে খোলা মন নিয়ে আমল বিল হাদীছ (হাদীছ অনুযায়ী আমল)-এর সাহায্যার্থে আল্লামা মুবারকপুরী তিরমিযী শরীফের জগদ্বিখ্যাত ভাষ্য ‘তুহফাতুল আহওয়ায়ী’ রচনা করেন।^{৩২} ইলমে হাদীছে আল্লামা

* আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

২৬. ডঃ মোঃ আব্দুস সালাম, মাওলানা শামসুল হক আযীমাবাদীঃ জীবন ও কর্ম, অপ্রকাশিত পি-এইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ডিসেম্বর ১৯৮৮, পৃঃ ১৯৯, ২০১; হায়াতুল মুহাদ্দিছ শামসুল হক ওয়া আমলুহু, পৃঃ ১৪৯-১৫০; তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ৩২৫; মুহুদ মুখলিছাহ ফী ফিদমাতিস সুন্নাতি মুত্তাহহারাহ, পৃঃ ১২৮।

২৭. তায়কেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর, পৃঃ ১৪৮-৪৯; তুহফাতুল আহওয়ায়ী, মুক্বাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫০৮।

২৮. হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ২৯৭।

২৯. তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ৩২৫।

৩০. তুহফাতুল আহওয়ায়ী, মুক্বাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫০৯।

৩১. ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ (রাজশাহীঃ হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬), পৃঃ ৩৬৭-৬৮।

৩২. তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ৩২৫-২৬।

মুবারকপুরীর অপরিমিত দক্ষতা ও পাণ্ডিত্যের এক অনন্য স্মারক উক্ত ভাষ্যগ্রন্থটি। মাওলানা আব্দুস সামী* মুবারকপুরী বলেন, وهو أعز شرح ظهر على وجه الأرض، ما رأت العيون مثله، قد طار إلى الأفق في أيام قليلة، وأكب عليه العلماء في بلاد الهند والشام والحجاز واليمن والعراق ومصر وغير ذلك من البلاد الإسلامية-

‘উহা ভূ-পৃষ্ঠে প্রকাশিত (তিরমিযী শরীফের) সবচেয়ে জনপ্রিয় ভাষ্য। এর মত ভাষ্যগ্রন্থ চক্ষু দেখেনি। অত্যাশ্চর্য্যকালের মধ্যেই উহা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে এবং ভারত, সিরিয়া, হিজাজ, ইয়ামান, ইরাক, মিসর প্রভৃতি ইসলামী দেশসমূহে ওলামায়ে কেরাম উহার উপর ঝুঁকে পড়েন’^{৩৩}

আব্দামা আবুল হাসান আলী নাদভী হানফী (রহঃ) বলেন, وللعلماء الهند في هذا العصر مؤلفات جلية في فنون الحديث وشروح لأهماته كتبه تلقاها العلماء بالقبول، منها “عون المعبود في شرح سنن أبي داود” ... و”تحفة الأحرار في شرح سنن الترمذي” للعلامة عبد الرحمن المباركفوري، ... و”مرعاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح” لشيخ الحديث مولانا عبيد الله المباركفوري-

‘এ যুগে ইলমে হাদীছের বিভিন্ন বিষয়ে এবং হাদীছের উৎসগ্রন্থগুলির ভাষ্য প্রণয়নে ভারতের ওলামায়ে কেরামের গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলী রয়েছে, যেগুলিকে ওলামায়ে কেরাম সানন্দে গ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে সুনানে আব্দাউদের ভাষ্য ‘আওনুল মা’বুদ’, আব্দামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী রচিত সুনানে তিরমিযীর ভাষ্য ‘তুহফাতুল আহওয়ায়ী’ এবং শায়খুল হাদীছ মাওলানা ওবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী রচিত ‘মিশকাতুল মাছাবীহ’-এর ভাষ্য ‘মির’আতুল মাফাতীহ’ অন্যতম’^{৩৪}

তিরমিযী শরীফের এ ভাষ্যটি বহু বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নে তুলে ধরা হল-

- (১) ভাষ্যকার জামে’ তিরমিযীর প্রত্যেক রাবীর জীবনী সংক্ষিপ্তাকারে এবং কোন কোন জায়গায় তাঁদের জীবনী বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন।
- (২) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) জামে’ তিরমিযীতে যে সমস্ত হাদীছ বর্ণনা করেছেন, আব্দামা মুবারকপুরী সে হাদীছগুলির তাখরীজ করেছেন। অর্থাৎ ইমাম তিরমিযী কর্তৃক

তাখরীজকৃত হাদীছগুলির সাথে যে সমস্ত মুহাদ্দিছ একমত্যা পোষণ করেছেন তাঁদের নাম এবং তাঁরা তাঁদের কোন কিতাবে সেগুলি উদ্ধৃত করেছেন তা উল্লেখ করেছেন।

(৩) সনদ ও মতনগত জটিলতা ব্যাখ্যাকরণ ও উহার সমাধান পেশে চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

(৪) হাদীছের ব্যাখ্যায় ফক্বীহ মুহাদ্দিহীন ও সালাফে ছালেহীনের গ্রহণযোগ্য মতামত এবং নির্ভরযোগ্য আলোচনা উল্লেখ করেছেন।

وفي الباب عن فلان وفلان (এ অধ্যায়ে অমুক অমুক থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে) বলে যে সমস্ত হাদীছের দিকে ইঙ্গিত করেছেন আব্দামা মুবারকপুরী সেগুলির তাখরীজ করেছেন, সাধ্যানুযায়ী উহার শব্দগুলি উল্লেখ করেছেন, সেগুলির কোন কোনটির ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন এবং এ ব্যাপারে সমালোচক মুহাদ্দিছগণের বক্তব্য পেশ করেছেন।

(৬) অনেক অধ্যায়ে ইমাম তিরমিযী অধ্যায় সংশ্লিষ্ট মূল হাদীছের সাথে সাদৃশ্য অন্য হাদীছগুলির দিকে ইঙ্গিত করেননি। وفي الباب عن فلان وفلان বলে সেদিকেও ইঙ্গিত করেছেন এবং সেগুলির তাখরীজ করেছেন।

(৭) ইমাম তিরমিযী وفي الباب عن فلان وفلان বলে যে সমস্ত হাদীছের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, ভাষ্যকার وفي الباب أيضا عن فلان وفلان বলে ইমাম তিরমিযীর ইশারাকৃত হাদীছের সাথে অন্য হাদীছগুলি বৃদ্ধি করেছেন এবং সেগুলি হাদীছের কোন কোন গ্রন্থের কোন স্থানে আছে তা উল্লেখ করেছেন। যেমন- তিরমিযী শরীফের ১ম হাদীছে ইমাম তিরমিযী وفي الباب عن فلان وفلان বলে যে সমস্ত হাদীছের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, ভাষ্যকার সেগুলি তাখরীজ করার পর বলেছেন,

قلت: وفي الباب أيضا عن عمران بن حصين وأبي سبرة وأبي الدرداء وعبد الله بن مسعود ورباح بن حويطب عن جدته وسعد بن عمار، ذكر حديث هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد في باب فرض الوضوء مع الكلام عليها-^{৩৫}

(৮) ইমাম তিরমিযী ওলামায়ে কেরামের মায়হাব বর্ণনায় কতিপয় ফক্বীহ-এর মতামত উল্লেখ করেছেন। ভাষ্যকার

৩৩. তুহফাতুল আহওয়ায়ী, মুকাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫৫১।

৩৪. আবুল হাসান আলী আল-হাসানী আন-নাদভী, আল-মুসলিমুন ফিল হিন্দ (লন্ডনঃ আল-মুজাম্মাউল ইসলামী আল-ইলমী, নাদওয়াতুল ওলামা, ৩য় সংস্করণ ১৪০৭ হিজ/১৯৮৭ খৃঃ), পৃঃ ৪১।

৩৫. তুহফাতুল আহওয়ায়ী ১/২২ পৃঃ।

সেক্ষেত্রে ইমাম তিরমিযী উল্লেখ করেননি এমন একাধিক ওলামায়ে কেরামের মত উল্লেখ করেছেন।^{৩৬}

(৯) হাসান ও ছহীহ হাদীছ নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিখিলতা প্রদর্শনে ইমাম তিরমিযী প্রসিদ্ধ। এজন্য ভাষ্যকার ইমাম তিরমিযীকৃত হাসান অথবা ছহীহ এরপর একাধিক মুহাদ্দিছের তাছহীহ ও তাহসীন উল্লেখ করেছেন, যাতে হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে এবং প্রফুল্ল হয়। যেমন ‘সমুদ্রের পানি পবিত্র আর তার মৃত জন্তু হালাল’ (هُوَ) হাদীছটি সংকলনের পর

ইমাম তিরমিযী বলেন, هذا حديث حسن صحيح

‘হাদীছটি হাসান ছহীহ’। আল্লামা মুবারকপুরী এ সম্পর্কে অন্যান্য মুহাদ্দিছের মতামত উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন,

وقد صحح هذا الحديث غير الترمذی ابن المنذر

وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن منده

‘ইমাম তিরমিযী ব্যতীত ইবনুল মুনিযির, ইবনু খুযায়মা, ইবনু হিব্বান, হাকেম, ইবনু মান্দাহ, আবু মুহাম্মাদ আল-বাগাবীও এই হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন’।^{৩৭}

(১০) হাদীছ ছহীহ ও হাসান নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে সমস্ত জায়গায় ইমাম তিরমিযীর শিখিলতা ও উদারতা প্রকাশ পেয়েছে, সেসব জায়গায় ভাষ্যকার হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন।

(১১) অধিকাংশ জায়গায় ইমাম তিরমিযী ওলামায়ে কেরামের মতভেদ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোনটি راجع (প্রাধান্যযোগ্য) তা উল্লেখ করেননি। এসব জায়গায় ভাষ্যকার প্রাধান্যযোগ্য মত ব্যক্ত করেছেন।

(১২) ইমাম তিরমিযী ফক্বীহগণের মাযহাব ও তাঁদের মতামত উদ্ধৃত করে তাঁদের দলীল উল্লেখ না করে চূপ থেকেছেন। ভাষ্যকার সেই মাযহাবগুলির দলীলাদি উল্লেখ করেছেন যেগুলি বর্ণনা করতে ইমাম তিরমিযী নীরব থেকেছেন। অতঃপর যে সমস্ত মতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে সেগুলির দলীলের অসারতা বর্ণনা করে তার নিকট প্রাধান্যযোগ্য মতকে হাদীছ ও আছার দ্বারা শক্তিশালী করে উল্লেখ করেছেন। কোন মতকে প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন।

(১৩) ওলামায়ে কেরামের মাযহাব বর্ণনার ক্ষেত্রে ইমাম তিরমিযী কখনো কখনো العلم من أهل العلم বলে গুরুত্ব দিয়েছেন। ভাষ্যকার

৩৬. দ্রঃ তুহফাতুল আহওয়ায়ী ১/৪৭ পৃঃ।

৩৭. তুহফাতুল আহওয়ায়ী ১/১৯২ পৃঃ।

উহার দ্বারা কারা উদ্দেশ্য তা বর্ণনা করেছেন।

(১৪) কতিপয় জায়গায় ওলামায়ে কেরামের মাযহাব উল্লেখের ক্ষেত্রে ইমাম তিরমিযী শিখিলতা প্রদর্শন করেছেন। ভাষ্যকার অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইমাম তিরমিযীর শিখিলতার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন।^{৩৮}

(১৫) সর্বোপরি এ ভাষ্যগ্রন্থে মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরামের পথ অনুসরণ করে নির্দিষ্ট কোন ফিক্বহী মাযহাবের অঙ্গ অনুকরণ না করে দলীলের আলোকে যে মতটি প্রাধান্য পাবার যোগ্য সে মতটিকেই গ্রন্থকার প্রাধান্য দিয়েছেন (قد سلك المؤلف فى هذا الشرح مذهب الحققين يرجع ما

رجحه الدليل بدون تعصب لمذهب فقهي خاص)^{৩৯}

উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যাবলীর কারণে উক্ত ভাষ্যগ্রন্থটি তিরমিযী শরীফের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাষ্যগ্রন্থ রূপে বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়েছে। ভারত, মিসর, লেবানন প্রভৃতি দেশের বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থাসমূহ থেকে ভাষ্যগ্রন্থটির একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বৈরুতের ‘দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়া’ থেকে সম্প্রতি ১০ খণ্ডে (সূচিপত্র খণ্ড ব্যতীত) এর একটি চমৎকার সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

(২) মুক্বাদ্দিমা তুহফাতুল আহওয়ায়ী (مقدمة تحفة আহওয়ایى)

(الاحوى) : আল্লামা মুবারকপুরী ‘তুহফাতুল আহওয়ায়ী’র

মুক্বাদ্দিমা (ভূমিকা) খণ্ডের মাঝে মাঝে ফাঁকা রেখে দেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল ‘তুহফাতুল আহওয়ায়ী’ লেখা শেষ করে উহার ভূমিকা খণ্ডের শূন্য স্থানগুলি পূরণ করবেন। কিন্তু তিনি এ কাজ পুরোপুরি সমাপ্ত করার পূর্বেই ইন্তেকাল করেন। ওলামায়ে কেরাম এ গ্রন্থটি প্রকাশের অপেক্ষায় ছিলেন। এভাবেই কেটে যায় কয়েক বছর। অবশেষে আল্লামা মুবারকপুরীর স্বনামধন্য ছাত্র মাওলানা আব্দুল ছামাদ মুবারকপুরী ও মিশকাত শরীফের বিশ্ববিখ্যাত ভাষ্যকার আল্লামা ওবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী তাঁর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করে এক ঐতিহাসিক খিদ্মত আঞ্জাম দেন। তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গ্রন্থটি আলোর মুখ দেখে। ১৩৫৯ হিজরীতে দিল্লীর ‘জাইয়িদ বারকী’ প্রেস থেকে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশ পায়। অতঃপর পৃথিবীর বিভিন্ন বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা থেকে উহার একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়।^{৪০} গ্রন্থটি একটি বৃহৎ খণ্ডে ২টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে ৪১টি এবং ২য় অধ্যায়ে ১৭টি অনুচ্ছেদ রয়েছে।

৩৮. তুহফাতুল আহওয়ায়ী, মুক্বাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫৪৩-৪৪; জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ১৪৮-৪৯; তায়কেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর, পৃঃ ১৫২-৫৩।

৩৯. জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ১৪৯।

৪০. তুহফাতুল আহওয়ায়ী, মুক্বাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫৫২-৫৩; তায়কেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর, পৃঃ ১৫৩; তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ৩২৬; আল-ইতেহাম, ৩০ এপ্রিল-৬ মে ২০০৪, ১৭তম সংখ্যা, পৃঃ ১৯।

প্রথম অধ্যায়ে হাদীছ সংকলন, হাদীছের গ্রন্থাবলীর প্রকারভেদ এবং হাদীছের মূল ও ভাষ্যগ্রন্থগুলির নাম-পরিচয় ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

২য় অধ্যায়ে ইমাম তিরমিযীর জীবনী, তিরমিযী শরীফের ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য, ইমাম তিরমিযীর শর্ত, তিরমিযী শরীফের অন্যান্য ভাষ্যগ্রন্থ ও ভাষ্যকারদের জীবনী, ইমাম তিরমিযীর পরিভাষা প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করেছেন এবং তিরমিযী শরীফের রাবীদের নাম আরবী বর্ণমালার ক্রমানুসারে বিন্যস্ত করেছেন। ১৭তম অনুচ্ছেদে ‘তুহফাতুল আহওয়াযী’ ও উহার ভূমিকা খণ্ডে ব্যবহৃত কতিপয় শব্দের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। ‘তুহফাতুল আহওয়াযী’ অধ্যয়ন করার পূর্বে যা জানা অতীব যরুরী। এ পরিভাষাগুলি সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হ’ল-

(১) ভাষ্যকার যেখানে **قال الحافظ** (হাফেয বলেছেন), **عند الحافظ** (হাফেয বিবৃত করেছেন), **صرح الحافظ** (হাফেযের নিকটে) বলেছেন, সেখানে হাফেয দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)।

(২) **الفتح** দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী রচিত বুখারী শরীফের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাষ্যগ্রন্থ ‘ফাতহুল বারী’ (**فتح الباری**)।

(৩) **التقريب** দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানীর ‘তাক্বরীবুত তাহযীব’ (**تقريب التهذيب**)।

(৪) **الخلاصة** দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে হাফেয ছফিউদ্দীন বিন আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-খায়রাজী (রহঃ) রচিত ‘খুলাছাতু তাহযীব তাহযীবুল কামাল **تذهيب خلاصة تذهيب الكمال**’।

(৫) **العمدة** দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আব্বাস বদরুদ্দীন আইনী হানাফী (রহঃ) রচিত বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ ‘উমদাতুল ক্বারী’ (**عمدة القاری**)।

(৬) সাধারণভাবে **القاری** দ্বারা উদ্দেশ্য হ’ল মিশকাতের ভাষ্যকার মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ)।

(৭) **المراقبة** দ্বারা উদ্দেশ্য হ’ল মোল্লা আলী ক্বারী প্রণীত ‘মিশকাতুল মাছাবীহ’-এর ভাষ্যগ্রন্থ ‘মিরক্বাতুল মাফাতীহ’ (**مراقبة المفاتيح**)।

(৮) **المجمع** দ্বারা উদ্দেশ্য মুহাম্মাদ তাহের পট্টনীর (মৃঃ ৯৮৬ হিঃ) ‘মাজমাউ বিহারিল আনওয়ার’ (**مجمع بحار الأنوار**)।

(৯) **الجزرى** শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য মাজদুদ্দীন আবুস সা‘আদাত মুবারক বিন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল-জাযারী ওরফে ইবনুল আছীর আল-জাযারী (মৃঃ ৬০৬ হিঃ)।

(১০) **النهاية** শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য ইবনুল আছীরের ‘আন-নিহায়া ফী গারীবিল হাদীছ ওয়াল আছার’ (**النهاية في غريب الحديث والأثر**) গ্রন্থ।

(১১) **المغنى** দ্বারা উদ্দেশ্য হ’ল তাহের পট্টনী রচিত ‘আল-মুগনী ফী যাবতি আসমাইর রুওয়াত’ (**المغنى في ضبط أسماء الرواة**)।

(১২) **الكشف** শব্দ দ্বারা হাজী খলীফা রচিত ‘কাশফুয যুনুন আন আসামিল কুতুব ওয়াল ফুনুন’ (**كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون**) উদ্দেশ্য।

(১৩) **التذكرة** শব্দ দ্বারা হাফেয যাহাবী (রহঃ)-এর ‘তাক্বিরাতুল হফফায’ (**تذكرة الحفاظ**) উদ্দেশ্য।

(১৪) রাবীদের জীবনীতে **الثانية** (দ্বিতীয়) থেকে (১২তম স্তর) দ্বারা উদ্দেশ্য হ’ল, হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী তাঁর ‘তাক্বরীবুত তাহযীব’ গ্রন্থের প্রথম দিকে রাবীদের যে স্তর বর্ণনা করেছেন সেগুলি। উল্লেখ্য, উক্ত গ্রন্থের শুরুতে ইবনু হাজার আসক্বালানী রাবীদেরকে ১২টি স্তরে বিভক্ত করেছেন।

(১৫) ইমাম তিরমিযীর উক্তি **حسن** (এই হাদীছটি হাসান), অথবা **هذا حديث حسن صحيح** (এই হাদীছটি হাসান হুহীহ), অথবা **هذا حديث حسن** (এই হাদীছটি হাসান গারীব)-এর পর আব্বাস মুবারকপুরীর উক্তি **مسلّم مثلاً** (উদাহরণস্বরূপঃ হাদীছটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন) দ্বারা উদ্দেশ্য হ’ল- উক্ত দু’জন ইমাম মূল হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। চাই ইমাম তিরমিযীর বর্ণিত সনদে হৌক বা অন্য সনদে, ইমাম তিরমিযীর বর্ণিত শব্দে হৌক বা অন্য শব্দে। ইমাম তিরমিযী বর্ণিত হুবহু শব্দ ও সনদ উদ্দেশ্য নয়।

(১৬) **التدريب** শব্দ দ্বারা জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী প্রণীত ‘তাদরীবুর রাবী’ (**تدريب الراوى**) উদ্দেশ্য।

(১৭) **التلخيص** শব্দ দ্বারা হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী রচিত ‘তালখীছুল হাবীর ফী তাখরীজে

(تخليص الحبير في آحاديت الرافي الكبير)
উদ্দেশ্য ১৪১) تخريج أحاديث الرافي الكبير

৩. আবকারুল মিনান ফী তানকীদে আছারিস সুনান (إبكار المنان في تنقيذ آثار السنن) মাওলানা যাহীর আহসান শাওক নিমবী বিহারী (মৃঃ ১৩২২ হিঃ) নামক একজন হানাফী আলেম হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী সংকলিত 'বুলুগুল মারাম মিন আদিলাতিল আহকাম' গ্রন্থের অনুকরণে 'আছারুস সুনান' নামে একটি হাদীছ গ্রন্থ সংকলন করেন। এ গ্রন্থে তিনি বেছে বেছে হানাফী মাযহাবের সমর্থনপুষ্ট হাদীছগুলি যাচাই-বাছাইহীনভাবে সংকলন করেন এবং হানাফী মাযহাবের বিরোধী ছহীহ হাদীছগুলিকে যঈফ ও জাল প্রমাণ করার বার্থ অপপ্রয়াস চালান। এমনকি হানাফী মাযহাব সমর্থিত দুর্বল হাদীছগুলিকে শক্তিশালী প্রমাণ করার অপচেষ্টা চালানো হয় এবং এক্ষেত্রে উহার বিপরীত ছহীহ হাদীছগুলির জবাব প্রদান করা হয়। উক্ত গ্রন্থটি প্রণয়নে তিনি মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী হানাফী দেওবন্দীর সহায়তা লাভ করেন এবং গ্রন্থটির প্রত্যেকটি অংশ তাঁকে দেখান। নিমবীর ছহীহ হাদীছ বর্জনের দাঁতভাঙ্গা জবাব প্রদানের জন্য আল্লামা মুবারকপুরী 'আবকারুল মিনান' গ্রন্থটি রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি নিমবী সংকলিত হাদীছগুলির প্রত্যেকটির বিশ্বস্ততা ও দুর্বলতা প্রভৃতি সনদের আলোচনা সহ বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।^{৪২}

এ গ্রন্থের ভূমিকায় আল্লামা মুবারকপুরী বলেন,

هذه فوائد علقته على آثار السنن، وعلى تعليقه
المسمى بالتعليق الحسن، وعلى تعليق تعليقه
المسمى بتعليق التعليق، كلها للمولى ظهير
أحسن النيموى أكثرها اعتراضات عليه،
ومناقشات له أو مباحث معه-

'মৌলবী যাহীর আহসান নিমবীর 'আছারুস সুনান', উহার টীকা 'আত-তালীকুল হাসান' এবং উহার টীকা 'তালীকুল তালাক'ের উপর আমি এই উপকারিতাগুলি পর্যালোচনা করেছি। যার অধিকাংশই তার বিরোধিতা, তার সাথে বাদানুবাদ অথবা আলোচনা'।^{৪৩}

৪১. তুহফাতুল আহওয়ামী, মুকাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫১৭-১১৮।

৪২. তায়কেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর, পৃঃ ১৫৪; তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ৩২৫; তুহফাতুল আহওয়ামী, মুকাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫৪৪; আবুল কাসিম মুহাম্মাদ আদমুদ্দীন, সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ (ঢাকাঃ ১৯৬৪), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৯।

৪৩. তায়কেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর, পৃঃ ১৫৪; তুহফাতুল আহওয়ামী, মুকাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫৪৪-৪৫।

মাওলানা আব্দুস সামী 'মুবারকপুরী গ্রন্থটি সম্পর্কে বলেন,
يضاظر من طالعه إلى الاعتراف بأن شيخنا بحر
في علوم الحديث ليس له من ساحل، كأنه ذهبي
زمانه في نقد الرجال، وبخارى أوانه في معرفة
علل الحديث، وابن تيمية عصره في الاستبحار
وشدة المعارضة والبحث-

'গ্রন্থটি যে পড়বে সেই স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, আল্লামা শায়খ (মুবারকপুরী) ইলমে হাদীছের এমন সমুদ্র যার কোন কিনারা নেই। যেন তিনি বর্ণনাকারীদের সমালোচনায় সমকালীন ইমাম যাহাবী, হাদীছের দোষ-ত্রুটি জ্ঞাতির ব্যাপারে সমকালীন ইমাম বুখারী এবং গভীর পাণ্ডিত্য, কঠিন বিরোধিতা ও বিতর্কের ব্যাপারে সমকালীন ইমাম ইবনে তাইমিয়া'।^{৪৪}

আরবী ভাষায় প্রণীত ২৬৪ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি ১৯৬৮ সনে 'জমঈয়েতে আলাবায়ে জামে'আ সালাফিয়া' প্রকাশ করে।^{৪৫}

৪. তাহকীকুল কালাম ফী উজুবিল কিরাআতি খালফাল ইমাম (تحقيق الكلام في وجوب القراءة خلف الإمام)

উর্দু ভাষায় রচিত উক্ত গ্রন্থটি দু'খণ্ডে বিভক্ত।

১ম খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৮ এবং ২য় খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২৮। ১৩২০ হিজরীতে ১ম খণ্ড এবং ১৩৩৫ ও ১৩৫৫ হিজরীতে ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয়। ১ম খণ্ডে মারফু হাদীছ, ছাহাবী ও তাবেঈগণের আছার উল্লেখপূর্বক বিস্তারিত আলোচনা করে আল্লামা মুবারকপুরী প্রমাণ করেছেন যে, ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পাঠ করা ওয়াজিব। ২য় খণ্ডে ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পাঠ করা ওয়াজিব নয় মর্মের হাদীছগুলির ছয়টি ধারায় পরিষ্কার জবাব প্রদান করেছেন। অতঃপর হানাফীদের দলীল 'যখন কুবআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর ও চূপ থাক' (আরাফ ২০৪) আয়াতের ১১টি ধারায় এবং 'যখন ইমাম কিরাআত পাঠ করেন, তখন তোমরা চূপ থাক' হাদীছের পাঁচটি ধারায় উত্তর দিয়েছেন। অতঃপর রাসুলুল্লাহ (হাঃ)-এর হাদীছ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقَرَأَ الْإِمَامُ لَهُ 'যার ইমাম রয়েছে, ইমামের কিরাআত তার জন্য

কিরাআত হবে' এর ১০টি ধারায় উত্তর দিয়েছেন। এভাবে হানাফীদের রচনাবলী, বাহাছ-মুনাব্বায়া ও পুস্তিকায় উল্লেখিত সকল দলীলের জবাব প্রদান করেছেন। অতঃপর হানাফীরা তাদের মতের সমর্থনে ছাহাবী ও তাবেঈগণের যে সকল আছার উল্লেখ করেছেন সেগুলির সমালোচনা করেছেন এবং উত্তর প্রদান করেছেন। সাথে সাথে 'হেদায়া'র লেখকের

৪৪. তুহফাতুল আহওয়ামী, মুকাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫৪৫।

৪৫. তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ৩২৫ পাদটীকা-১ প্রঃ; তুহফাতুল আহওয়ামী, মুকাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫৪৫।

ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ না করার ইজমার দাবী বাতিল প্রমাণ করেছেন এবং হানাফীদেবর আকুলী ও ক্বিয়াসী দলীলগুলির দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন।^{৪৬}

৫. খায়রুল মাউন ফী মানইল ফিরার মিনাত ত্বাউন (خيرالماعون في منع الفرار من الطاعون) :

১৯০৩ এবং ১৯০৪ সালে মুবারকপুর গ্রামে প্লেগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ার ফলে অনেক লোকের মৃত্যু হয়েছিল এবং যারা বেঁচে গিয়েছিল তারা সেখান থেকে অন্য এলাকায় প্রস্থান করতে শুরু করেছিল। ঠিক সেই সময় আল্লামা মুবারকপুরী উর্দু ভাষায় দুই খণ্ডে উক্ত গ্রন্থটি রচনা করেন। এর ১ম খণ্ডে প্লেগ আক্রান্ত স্থান থেকে প্রস্থান নাজায়েয মর্মেব হাদীছ ও আছারগুলি উল্লেখ করেছেন এবং ২য় খণ্ডে প্লেগ আক্রান্ত এলাকা থেকে পলায়ন করা জায়েয মতের যারা সমর্থক তাদের দলীলগুলির জবাব দান করতঃ তাদের সংশয় নিরসন করেছেন। মোদ্দাকথা কুরআন, হাদীছ ও ছাহাবীগণের (রাঃ) আছার দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, প্লেগ আক্রান্ত এলাকা থেকে পালানো উচিত নয়।^{৪৭}

৬. কিতাবুল জানায়িয (উর্দু) (كتاب الجنائز) : এ গ্রন্থে মানুষের মৃত্যু থেকে দাফন পর্যন্ত যরুরী মাসআলাগুলি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বর্ণনা করা হয়েছে।

৭. আল-কাওলুস সাদীদ ফীমা ইয়াতা'আল্লাকু বিতাকবীরাতিল ঈদ (উর্দু) (القول السديد فيما يتعلق بتكبيرات العيد) : এ গ্রন্থে ঈদায়নের তাকবীর সংক্রান্ত কতিপয় প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে এবং ছহীহ দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণ করা হয়েছে যে, ঈদায়নের ছালাতে প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর মোট ১২ তাকবীর বলতে হবে।

৮. নূরুল আবছার (উর্দু) (نور الابصار) : এ গ্রন্থে প্রমাণ করা হয়েছে যে, শহরে এবং গ্রামে সব জায়গায় জুম'আ পড়া ওয়াজিব। গ্রন্থটির শুরুতে ওমর ফারুক (রাঃ)-এর جمعوأ فيما كنتم জুম'আর ছালাত আদায় কর' উক্তিটি লিখিত রয়েছে।

৯. তানবীরুল আবছার ফী তায়ীদে নূরিল আবছার (উর্দু) (تنوير الابصار في تأييد نور الابصار) : এ গ্রন্থটি পূর্বোক্ত গ্রন্থের সমর্থনে লেখা।

৪৬. তুহফাতুল আহওয়ায়ী, মুকাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫৪৫।

৪৭. তুহফাতুল আহওয়ায়ী, মুকাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫৪৫-৪৬; আল-ইতেছাম, প্রাণ্ড, পৃঃ ২০; তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ৩২৫; তায়কেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর, পৃঃ ১৫৪-৫৫।

১০. যিয়াউল আবছার ফী রাঈদে তাবছিরাতিল আনযার (উর্দু) (ضياء الابصار في رد تبصرة الانظار) :

মাওলানা 'যাহীর আহসান শাওক নিমবী হানাফী আল্লামা মুবারকপুরীর 'তানবীরুল আবছার' গ্রন্থের জবাবে 'তাবছিরাতুল আনযার' লিখেন। আল্লামা মুবারকপুরী তার জবাবে 'যিয়াউল আবছার' গ্রন্থটি লিখেন।

১১. আল-মাকালাতুল হসনা ফী সুন্নিয়াতিল মুছাফাহা বিল ইয়াদিল ইউমনা (উর্দু) (المقالة الحسنی فی سنیه المصافحه باليد اليمنی) :

এ গ্রন্থে আল্লামা মুবারকপুরী প্রমাণ করেছেন যে, মুছাফাহা ডান হাতে করতে হবে। ডান হাতের সাথে বাম হাত লাগানো যাবে না অর্থাৎ এক হাত দিয়ে মুছাফাহা করতে হবে। ছহীহ হাদীছসমূহ এবং ছাহাবীগণের (রাঃ) আছার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়। দুই হাত দ্বারা মুছাফাহা করা কোন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। এমনকি এ মর্মে ছাহাবীগণের কোন আছার, কোন তাবঈঈ এবং ইমাম চতুর্টয়ের কোন কথা ও কাজও বর্ণিত হয়নি।^{৪৮} [চলবে]

৪৮. তায়কেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর, পৃঃ ১৫৪-৫৫; তুহফাতুল আহওয়ায়ী, মুকাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫৪৫-৪৬; তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ৩২৫; জুহুদ মুখলিছাহ, পৃঃ ১৫০; হায়াতুল মুহাদ্দিহ, পৃঃ ২৯৬-৯৭; আল-ইতেছাম, প্রাণ্ড, পৃঃ ২০।

আত-তাহরীক সম্পাদকের পি-এইচ.ডি ডিগ্রী লাভ

মাসিক আত-তাহরীক পত্রিকার সম্পাদক ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পি-এইচ.ডি গবেষক জনাব মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন গত ২৫ মে ২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেছেন। তাঁর গবেষণা অভিসন্দর্ভের শিরোনাম ছিল 'হাফিয মুহাম্মাদ ইবন তাহির আল-মাকদেসীঃ হাদীছ চর্চায় তাঁর অবদান'। তাঁর গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ শফিকুল্লাহ এবং পরীক্ষক ছিলেন একই বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাবেক প্রফেসর, তায়ফীরে ইবনে কাছীর-এর খ্যাতনামা অনুবাদক, বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী ডঃ মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ডঃ ফারুক আহমাদ। কুমিল্লা যেলার দেবীদ্বার থানাধীন তুলাগাঁও গ্রামের সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান জনাব শামসুদ্দীন আহমাদ ও জোবেদা খাতুনের ৩য় পুত্র এবং একই যেলার বুড়িচং থানাধীন কোরপাই কাকিয়ারচর ফাযিল মাদরাসার প্রবীণ শিক্ষক, সউদী মাউউহ হাফেয আবদুল মতীন সালাফীর দ্বিতীয় জামাতা মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ইতিপূর্বে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১ম শ্রেণীতে বি.এ. (অনার্স) ও এম.এ ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি 'বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড' থেকেও কার্মিল (হাদীছ) পাস করেন। তিনি সকলের দো'আ প্রার্থী।

মনীষী চরিত

আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান
মুবারকপুরী (রহঃ)

নূরুল ইসলাম*

(শেষ কিস্তি)

খ. অপ্রকাশিত ও অসমাপ্ত রচনাবলী:

১. আদ-দুররুল মাকনুন ফী তায়ীদে খায়রিল মাউন (الدرالمكنون في تأييد خير المأمون) : এ পুস্তিকাটি আল্লামা মুবারকপুরী রচিত 'খায়রুল মাউন ফী মানইল ফিরার মিনাত ত্বাউন' গ্রন্থের সমর্থনে লিখা।
২. আল-বিশাহুল ইবরীযী ফী হুকমিদ দাওয়া আল-ইংক্লেযী (الوشاح الإبريزي في حكم الدواعي الإنكليزي) : এ পুস্তিকাটি ইউরোপীয় ঔষধ ব্যবহারের বিধান সংক্রান্ত।
৩. ইরশাদুল হায়েম ইলা মান 'ই খিছায়িল বাহাইম (إرشاد الهائم إلى منع خصاء البهائم) : এ পুস্তিকায় জঙ্ঘ খাসী করার বিধিনিষেধ বর্ণনা করা হয়েছে।
৪. রিসালাহ ফী রাক 'আতিল বিতর ركة في رسالة (رسالة في ركة آتيل في الترت) : এ পুস্তিকায় বিতর ছালাতের রাক 'আত সংখ্যা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।
৫. আল-কালিমাতুল হসনা ফিল মুছাফাহা বিল ইয়াদিল ইউমনা (الكلمة الحسنی في المصافحة باليد) : ডান হাত অর্থাৎ এক হাতে মুছাফাহা করা সম্পর্কে এ গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে।
৬. রিসালাহ ফী মাসায়িলিল ওশর مسائل في رساله (رساله في مسائل العشر) : (অসমাপ্ত)।
৭. রাফউল ইয়াদায়ন লিদ-দো 'আ বা 'দাছ ছালাতিল মাকত্বাহ (رفع اليدين للدعاء بعد الصلاة) : এ গ্রন্থে ফরয ছালাতের পর হাত উঠিয়ে দো 'আ করা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।
৮. তানকীদুদ দুর্রাতিল গুরাহ (অসমাপ্ত) (تنقيد الدرّة) : মাওলানা যাহীর আহসান শাওক নিমবী হানাকী

'আদ-দুরাতুল গুরাহ ফী ওয়াযইল ইয়াদায়ন আলাছ ছাদর (الدرّة الغرة في وضع اليدين) নামে একটি পুস্তিকা লিখেন। এ গ্রন্থে তিনি বর্ণনা করেছেন, ছালাতে হাত বুকের উপরে নয়; বরং নাভির নীচে বাঁধতে হবে। আল্লামা মুবারকপুরী তাঁর 'তানকীদুদ দুর্রাতিল গুরাহ' গ্রন্থে শাওক নিমবীর উক্ত গ্রন্থের সমালোচনা করেছেন।

এছাড়া আল্লামা মুবারকপুরী জীবনের শেষ দিনগুলিতে মুওয়াত্তা ইমাম মালেকের একটি বিশদ ভাষ্যগ্রন্থ এবং 'আল-জাওহারুন নাকী ফির রাদ্দি আলল বায়হাকী' গ্রন্থের সমালোচনা লিখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অসুস্থতা ও সুযোগের অভাবে তাঁর সে ইচ্ছা পূরণ হয়নি।^{৪৯}

'ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ' ও গাযীপুরী ছাহেবের ফাতাওয়া সংকলনঃ

মিয়ান নাযীর হুসাইন দেহলভীর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ফৎওয়ায়র কপিগুলি আল্লামা মুহাম্মাদ শামসুল হক আযীমাবাদী মুবারকপুরী ছাহেবকে হস্তান্তর করেন। তিনি সেগুলিকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দু'খণ্ডে বিন্যস্ত করেন।^{৫০} উল্লেখ্য, মিয়ান ছাহেবের মৃত্যুর ১৩ বছর পর তদীয় খ্যতিমান ছাত্র আল্লামা মুহাম্মাদ শামসুল হক আযীমাবাদী ও আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান মুবারকপুরীর সংশোধনী ও মাওলানা শারফুদ্দীন দেহলভী (মৃঃ ১৩৮১/১৯৬১) কর্তৃক সংক্ষিপ্ত সংযোজনীসহ ১৩৩৩ হিঃ/ ১৯১৫ সালে 'ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ' নামে বৃহদাকার দু'খণ্ডে মিয়ান ছাহেবের উক্ত ফৎওয়া সংকলন সর্বপ্রথম দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয়।^{৫১}

তাছাড়া মুবারকপুরী ছাহেব স্বীয় প্রাণপ্রিয় শিক্ষক হাফেয মাওলানা আব্দুল্লাহ গাযীপুরীর ফৎওয়াও ফিকুহী অধ্যায় ভিত্তিক বিন্যস্ত করে এক খণ্ডে সংকলন করেন, যা অদ্যাবধি অপ্রকাশিত রয়ে গেছে।^{৫২}

ফৎওয়া প্রদানঃ

কুরআন, হাদীছ, ফিকুহ, সাহিত্য, মতভেদপূর্ণ মাসআলা-মাসায়েল, পাঠ্যপুস্তক প্রভৃতি বিষয়ে মুবারকপুরী ছাহেব গভীর দৃষ্টি রাখতেন এবং প্রত্যেক ইসলামী ও ফিকুহী মাসআলা সম্পর্কে অনায়াসে আলোচনা করতেন। মাসআলা 'ইস্তিম্বাতে' (উদ্ভাবন করা) মুজতাহিদের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছিলেন। সব মাযহাবের ছোট-বড়

৪৯. তুহফাতুল আহওয়াযী, মুক্বাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫৪৬-৪৭; হায়াতুল মুহাদ্দিহ, পৃঃ ২৯৭; জাযকেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর, পৃঃ ১৫৫; তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ৩২৮-২৯; আল-ইতেহাদ, ৩০ এপ্রিল- ৬মে ২০০৪, ১৭তম সংখ্যা, পৃঃ ২১।

৫০. তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ৩২৬।

৫১. ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ (দিল্লীঃ ইদারয়ে নূরুল ইমান, ৩য় সংস্করণ ১৪০৯ হিঃ/১৯৮৮ খৃঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫ ও ৫১; আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩৩৫।

৫২. জাযকেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর, পৃঃ ১৫৬; হায়াতুল মুহাদ্দিহ, পৃঃ ২৯৭; তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ৩২৬।

* আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা

ফিকুহের কিতাব তাঁর নখদর্পণে ছিল। পাঠদান ও গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি ফৎওয়া প্রদানও অব্যাহত ছিল এবং প্রত্যেক মায়হাবের লোকজন তাঁর কাছে এসে মাসআলা-মাসায়েল জিজ্ঞেস করত। তিনি তাদেরকে মৌখিক আবার কখনও লিখিত ফৎওয়া প্রদান করতেন।^{৫৩} ভারতের জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ঐতিহাসিক কাযী আতুহার মুবারকপুরী বলেন, ‘দৃষ্টিশক্তি হারানোর পরও তিনি কতিপয় পাঠ্যপুস্তকের ইবারত মুখস্থ পড়াতেন এবং সব ধরনের ফৎওয়া লিখাতেন। প্রত্যেক মায়হাবের লোক মাওলানার কাছে ইলমী মাসায়েল জিজ্ঞেস করত এবং তিনি প্রত্যেককে তার মায়হাব অনুযায়ী মাসআলা বর্ণনা করতেন’^{৫৪}

ফৎওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে আল্লামা মুবারকপুরী অত্যন্ত সতর্কতা ও ধীরস্থিরতা অবলম্বন করতেন। জিজ্ঞাসিত ফৎওয়া সম্পর্কে গভীর অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা-ভাবনা করতেন। অনেক সময় এমন হত যে, তিনি কোন ফৎওয়ার জবাব লিখতে চাচ্ছেন, তখন তাঁর সাথে সাক্ষাত করার জন্য আগন্তুক ওলামায়ে কেরামের সাথে সে ব্যাপারে পরামর্শ করতেন এবং প্রশ্নের খুঁটিনাটি সকল দিক চিন্তা-ভাবনা করার পর উহার জবাব লিখতেন।^{৫৫} মুবারকপুরীর প্রপৌত্র ডঃ রিয়াউল্লাহ মুবারকপুরী বলেন, ‘ফৎওয়া লিখতেও মাওলানা স্বীয় মুহাদ্দিহী রীতি-নীতি অবলম্বন করেছেন। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে প্রত্যেক প্রশ্নের জবাবদানের সফল প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তাঁর ফৎওয়াগুলিতে ‘রিওয়াযাত’ (বর্ণনা) ও ‘দিরাযাত’ (অন্তর্দৃষ্টি)-এর অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে’^{৫৬}

মুবারকপুরীর ফৎওয়া সংকলনঃ

আল্লামা মুবারকপুরী বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য ফৎওয়া দিয়েছেন। মুহাম্মাদ উযাইর সালাফী বলেন, *وله نفسه*

فتاوى كثيرة لوجمعت لجات في عدة مجلدات-

‘তাঁর নিজেরও অনেক ফৎওয়া রয়েছে। যদি সেগুলি একত্রিত করা হয়, তবে কয়েক খণ্ডে সমাপ্ত হবে’^{৫৭} কাযী আতুহার মুবারকপুরী তাঁর ‘তায়কেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর’ গ্রন্থেও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।^{৫৮} ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ’তে মুবারকপুরীর বেশ কিছু ফৎওয়া রয়েছে।

জানা গেছে, মুবারকপুরীর প্রপৌত্র ডঃ রিয়াউল্লাহ মুবারকপুরী আল্লামা মুবারকপুরীর ফৎওয়া সংকলনের কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ২০০৩ সালের ৩০ মার্চ মুম্বাইয়ে ‘জমঈয়েতে আহলেহাদীছে’র দু’দিন ব্যাপী

কনফারেন্সে বক্তৃতা প্রদানকালে হঠাৎ করে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মাত্র ৪৯ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।^{৫৯}

১৯৯৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর ডঃ আইনুল হক ক্বাসেমীকে লিখিত এক পত্রে ডঃ রিয়াউল্লাহ মুবারকপুরী বলেন, ‘আমার কাছে (মুবারকপুরীর) যে ফাতাওয়া রয়েছে তা দেখে মনে হচ্ছে যে, হেকিম আব্দুস সালাম ছাহেব বিভিন্নভাবে এগুলিকে একত্রিত করেছেন। কেননা এগুলির মধ্যে কিছু ফৎওয়া এমন রয়েছে যেগুলি কোন পত্র-পত্রিকা থেকে নকল করা হয়েছে এবং কিছু এমন রয়েছে যেগুলির কপি মজুদ ছিল। আবার সেগুলির মধ্যে কিছু ফৎওয়া এমনও রয়েছে যে, প্রশ্নকারীদের প্রশ্ন মজুদ নেই এবং স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, প্রশ্নগুলির কাগজপত্র পাওয়া যায়নি। এজন্য শুধু জবাবদানই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। আর কিছু ফৎওয়া প্রত্যুত্তর দানের আকৃতিতে রয়েছে’।

উক্ত পত্রে তিনি আরো বলেন, ‘তাঁর ফৎওয়ার উক্ত সংগৃহীত কপিগুলি নকল করে নিয়েছি। এখন ‘ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ’ থেকে তাঁর ফৎওয়াগুলি বাছাই করছি। কেননা পরামর্শের পর এ সিদ্ধান্তে পৌছেছি যে, ফৎওয়ার উক্ত কপি এবং ‘ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ’ থেকে তাঁর ফৎওয়াগুলি পৃথক করে এক সাথে প্রকাশ করব। বর্তমানে ‘কিতাবুল জানায়িয’ (‘জানাযা’ অধ্যায়)-এর আরবী অনুবাদ শেষ করার পর উহা পরিচ্ছন্ন করে লিখার কাজে ব্যস্ত রয়েছি। এথেকে অব্যাহতি লাভের পর ফাতাওয়া বিন্যস্তের কাজে হাত দেব’^{৬০}

হেকিম মুবারকপুরীঃ

আল্লামা মুবারকপুরী তাঁর বাবার ন্যায় একজন হেকিমও ছিলেন। হেকিমী পেশা ছিল তাঁর বংশগত ঐতিহ্য। সেই সূত্রে তিনি হেকিমী চিকিৎসায় পারদর্শী ছিলেন এবং এটি তাঁর রুযীর মাধ্যমও ছিল বটে।^{৬১}

আল্লামা মুবারকপুরীর ছাত্র ডঃ তাকিউদ্দীন হেলালী বলেন, ‘হেকিমী ব্যতীত মাওলানার রুযীর কোন মাধ্যম ছিল না। এতদসত্ত্বেও দানশীলতায় ওলামায়ে কেরামের মাঝে তাঁর সমকক্ষ দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। আছর থেকে মাগরিব পর্যন্ত তিনি রুগীদের জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, মাওলানার জীবনীকারদের মধ্যে কেউই তাঁর চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শিতার কথা উল্লেখ করেননি। অথচ এটি তার সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য, উত্তম গুণ এবং নবী-রাসূলগণের বিশেষ করে শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অনুসরণ। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মন ও দেহ উভয়েরই চিকিৎসক ছিলেন। এটি আল্লাহ তা‘আলার অনুগ্রহ যে, মাওলানা ছাহেব মনোজাগতিক চিকিৎসার সাথে সাথে দৈহিক চিকিৎসারও পূর্ণ অংশ পেয়েছিলেন, যা প্রকারান্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মীরাছ বা উত্তরাধিকার। মাওলানা

৫৩. আল-ই‘তেহাম, প্রাক্ত, পৃঃ ২১।

৫৪. তায়কেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর, পৃঃ ১৪৯-৫০।

৫৫. তুহফাতুল আহওয়ায়ী, মুহাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫৪৮।

৫৬. আল-ই‘তেহাম, ৭-১৩ মে ২০০৪, ৫৬ বর্ষ, ১৮তম সংখ্যা, পৃঃ ২০।

৫৭. হায়াতুল মুহাদ্দিহ, পৃঃ ২৯৭।

৫৮. তায়কেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর, পৃঃ ১৫৬।

৫৯. আল-ই‘তেহাম, প্রাক্ত, পৃঃ ১৯।

৬০. ঐ, পৃঃ ১৯-২০।

৬১. তায়কেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর, পৃঃ ১৪৯; আল-ই‘তেহাম, প্রাক্ত, পৃঃ ২০।

গরীবদের কাছ থেকে চিকিৎসার খরচ নিতেন না। অবশ্য ধনী লোকদের প্রদত্ত ফি গ্রহণ করতেন।^{৬২} এভাবে মাওলানা ছাহেব বুখারী শরীফের ঐ হাদীছের উপর পুরোপুরি আমলকারী ছিলেন যেখানে নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدَيْهِ، وَإِنْ نَبِيُّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدَيْهِ-

‘কারো জন্য নিজ হাতের উপার্জন অপেক্ষা উত্তম আহার বা খাদ্য আর নেই। আল্লাহর নবী দাউদ (আঃ) নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্য খেতেন’।^{৬৩}

ডঃ আইনুল হক ক্বাসেমীকে লিখিত ডঃ রিয়াউল্লাহ মুবারকপুরীর এক পত্র থেকে জানা যায় যে, মাওলানা হেকিমী চিকিৎসা করতেন এবং শুধু ২/৩ ঘণ্টা দোকানে সময় দিতেন। বাকী সময় অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এবং গ্রন্থ রচনায় অতিবাহিত করতেন। আল্লামা মুবারকপুরীর ভাতিজা হাজী আব্দুস সালাম বিন হেকিম মুহাম্মাদ শফী বলেন, ‘মাওলানার আসল কাজ ছিল গ্রন্থ রচনা। এর ফাঁকে কিছু চিকিৎসাও করতেন। প্রেসক্রিপশনের ফিস নিতেন না। শুধু ঔষধের পয়সা নিতেন’।

আল্লামা মুবারকপুরীর দাওয়াখানার নাম ছিল ‘দাওয়াখানায় মুফীদে আম’। এখনও ডঃ মুহাম্মাদ তাকী আ‘যমী এবং হেকিম সাইফুর রহমান আহওয়ায়ীর মাধ্যমে মুবারকপুরীর খান্দানে হেকিমীর সিলসিলা অব্যাহত আছে। তাদের দাওয়াখানার ঐ নামই আছে।^{৬৪}

চরিত্র ও অভ্যাসঃ

আল্লামা মুবারকপুরী বহুগুণে গুণাবিত ছিলেন। পার্শ্ব সম্পদের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র মোহ ছিল না। হিন্দুস্থানে আহলেহাদীছদের অন্যতম প্রসিদ্ধ মাদরাসা দিল্লীর ‘রহমানিয়া মাদরাসা’র প্রধান শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁকে আহ্বান করা হয় এবং মোটা অংকের বেতনের প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি সেই প্রস্তাবে সাড়া দেননি। অনুরূপভাবে তদানীন্তন সউদী বাদশাহও বিরাট অংকের বিনিময়ে মক্কা শরীফে হাদীছের পাঠদানের জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু তিনি সে প্রস্তাবেও সম্মত হননি। বরং বাদশাহকে এ বলে উত্তর দেন যে, يَكْفِينِي

مَا يَحْصُلُ لِي مِنَ الْكَفَافِ ‘জীবন ধারণের জন্য যে ন্যূনতম জীবিকা অর্জিত হচ্ছে, তাই আমার জন্য যথেষ্ট’।^{৬৫}

তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন। ছাত্র ও ওলামায়ে কেরামকে খুব ভালবাসতেন। প্রত্যেক ছাত্রের মেধা ও ইলমী যোগ্যতার দিকে খেয়াল রেখে এমনভাবে কথা বলতেন যা সে সহজে বুঝতে পারে। ওলামায়ে কেরাম ও ছাত্র বাতীত অশিক্ষিত লোকদের সাথেও সম্পর্ক রাখতেন। আত্মীয়-অনাত্মীয় সবার সাথে ভাল ব্যবহার করতেন। সবার কথা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করতেন এবং পরামর্শ গ্রহণকারীদেরকে উপকারী পরামর্শ দিতেন।^{৬৬}

পাঠদান, অধ্যয়ন, গ্রন্থ রচনা এবং কুরআন-হাদীছের মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনায় তাঁর অধিকাংশ সময় ব্যয় হ’ত। আল্লাহর যিকর ও ইবাদতে ব্যস্ত থাকতেন। তিনি নম্র ও মিষ্টভাষী ছিলেন। ছিলেন গাভীর ও ধীরস্থিরতা মূর্ত প্রতীক। তাঁর হৃদয়ে হিংসা-বিদ্বেষ ছিল না। তাঁর যবান মিথ্যা কথা ও গীবত (পরনিন্দা) থেকে মুক্ত ছিল। তাঁর মজলিসে কেউ কারো গীবত করলে তিনি তা দারুণভাবে অপসন্দ করতেন এবং তাঁকে এ ধরনের জঘন্য কাজ থেকে নিষেধ করতেন। এসব গুণাবলীর কারণে লোকেরা তাঁর দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত ছিল এবং তিনি তাদের হৃদয়ের মণিকোঠায় সুউচ্চ স্থান অধিকার করেছিলেন। বস্তী, গোপা, বলরামপুর প্রভৃতি বহু জায়গার লোক তাঁর হাতে বায়’আত নিয়েছিল।^{৬৭}

তিনি প্রগতি, ফ্যাশন (Fashion) এবং ইউরোপীয় সংস্কৃতিকে প্রচণ্ড ঘৃণা করতেন। ছাত্র এবং অন্যদেরকে ইউরোপীয় পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করতে অনুৎসাহিত করতেন।

পাঠদানকালে যত বড় ব্যক্তিই আসুক না কেন সেদিকে জ্রঞ্জেপ না করে পাঠদান অব্যাহত রাখতেন। পাঠদান শেষে আগন্তুকের দিকে জ্রঞ্জেপ করতেন এবং কথাবার্তা বলতেন। আল্লামা মুবারকপুরীর চরিত্র সম্পর্কে তদীয় ছাত্র মাওলানা আমীন আহসান ইছলাহী বলেন, ‘মাওলানা মুবারকপুরী প্রকৃত অর্থে দুনিয়াত্যাগী ছিলেন। তিনি পার্শ্ব সম্পদ অর্জনের কোন চিন্তা করেননি। জীবনের শেষ দিকে তো সকল ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জন দিয়ে শুধু হাদীছ শাস্ত্র নিয়েই স্বীয় গৃহে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর জীবন খুবই সাদামাটা ছিল। অথচ তিনি ইচ্ছা করলে স্বাচ্ছন্দ্য জীবন যাপনও করতে পারতেন। তিনি পেশওয়ার থেকে কলকাতা পর্যন্ত আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম ও আপামর জনসাধারণের আকীদার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন’।^{৬৮}

আল্লাহভীরু মুবারকপুরীঃ

কাফী আত্মহার মুবারকপুরী বলেন, ‘মাওলানার জীবন সালাফে ছালেহীনের নমুনা ছিল। জ্ঞান-গরিমা, আল্লাহভীতি, পবিত্রতা, দুনিয়াবিমুখতা, অল্পে তৃপ্তি,

৬২. আল-ইতেহাম, প্রাণ্ড, পৃঃ ২০।

৬৩. মিশকাত হা/২৭৫৯ ‘ক্রয়-বিক্রয়’ অধ্যায়।

৬৪. আল-ইতেহাম, প্রাণ্ড, পৃঃ ২১।

৬৫. তুহফাতুল আহওয়ায়ী, মুকাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫৪৭।

৬৬. আল-ইতেহাম, প্রাণ্ড, পৃঃ ২২।

৬৭. তুহফাতুল আহওয়ায়ী, মুকাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫৪৭-৪৮;

আল-ইতেহাম, প্রাণ্ড, পৃঃ ২২-২৩।

৬৮. আল-ইতেহাম, প্রাণ্ড, পৃঃ ২৩।

নির্জনতা অবলম্বন ও অনাড়ম্বর জীবন যাপনে নিজের দৃষ্টান্ত নিজেই ছিলেন। দুনিয়াতে থেকেও দুনিয়ার কাছে অপরিচিত ছিলেন। দরস-তাদরীস, গ্রন্থ রচনা ও হেকিমী ছিল জীবনের বৃত্তি। তাঁর মধ্যে আল্লাহুভীতি প্রবল ছিল। শুনেছি কেঁদে ফেলতেন বিধায় জেহরী ছালাতে ইমামতি করতেন না। তাঁর এক প্রিয়ভাজন শায়খ মুহাম্মাদ শিবলী মৃত্যুবরণ করলে মাওলানা তার জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন। শেষ তাকবীরে শক্তিশীন হয়ে পড়েন এবং খুব কষ্টে তাকবীর শেষ করতে সমর্থ হন।^{৬৯}

মুখস্থশক্তি:

আল্লামা মুবারকপুরী প্রখর দীশক্তির অধিকারী ছিলেন। কাযী আতুহার মুবারকপুরী বলেন, 'তাঁর মুখস্থশক্তিও আল্লাহ প্রদত্ত ছিল। দৃষ্টিশক্তি লোপ পাবার পরও কতিপয় পাঠ্যপুস্তকের ইবারত মুখস্থ পড়াতেন এবং সব ধরনের ফংওয়া লিখাতেন'।^{৭০} তদীয় ছাত্র মাওলানা আমীন আহসান ইছলাহী তাঁর মুখস্থশক্তি সম্পর্কে বলেন, 'তাঁর মুখস্থশক্তি এতই প্রখর ছিল যে, দৃষ্টিশক্তি লোপ তাঁর জন্য কোন বড় প্রতিবন্ধক হয়নি। অনেকবার এমন অবস্থা আমার নযরে এসেছে যে, কোন প্রয়োজনে তিনি কোন কিতাব খুলেছেন এবং অত্যন্ত সহজভাবে স্রেফ স্বীয় মুখস্থশক্তি এবং ধারণাশক্তির জোরে উদ্দিষ্ট হাদীছ অথবা ইবারত খুঁজে নিয়েছেন। অনেক সময় তিনি অমুক ইবারত বা অমুক হাদীছ বইয়ের পৃষ্ঠার কোন দিকে অথবা কোন অংশে আছে তাও বলে দিতেন'।^{৭১}

ছাত্রদের প্রতি ভালবাসা: একটি বিস্ময়কর ঘটনা

আল্লামা মুবারকপুরী ছাত্র পাগল ছিলেন। ছাত্রদের প্রতি তাঁর ভালবাসা, স্নেহ-মমতা কিংবদন্তীর মত। তদীয় ছাত্র ডঃ তাকিউদ্দীন হেলালী এ সম্পর্কে একটি বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'মাওলানার কাছ থেকে উপকার লাভের উদ্দেশ্যে আমার মুবারকপুরে অবস্থানের সময় তিনি অত্যন্ত একান্ততার সাথে আমাকে তাঁর মেহমানের মত রেখেছিলেন। সুতরাং আমাকে কোন হোটলেও খেতে হয়নি এবং কোথাও থেকে খাদ্য ক্রয়েরও সুযোগ আসেনি। যখন মুবারকপুর থেকে আমার প্রস্থানের সময় ঘনিয়ে এল এবং আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আয়মগড় পর্যন্ত ট্রেনে যাব। তখন মাওলানা বললেন, ট্রেনে যেও না। আমার জানাশোনা দু'জন লোক গরুর গাড়ি নিয়ে আয়মগড় যাবে। তাদের সাথে চলে যাবে। এটা তোমার জন্য খুব সহজ হবে। এদিকে ঐ দুই লোক মধ্য রাতে বের হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সুতরাং এশার ছালাতের পর আমি মাওলানাকে বিদায় জানাতে চাইলে তিনি বললেন, রওয়ানা দেয়ার সময় বিদায় নিতে আসবে। আমি আরম্ভ করলাম, আপনার কষ্ট হবে, ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে। তিনি বললেন,

কোন ব্যাপার না। সুতরাং যখন রওয়ানা দেয়ার সময় হ'ল, তখন আমি আমার ব্যাগ নিয়ে মসজিদের সাথে সংযুক্ত ঘর থেকে বাইরে বের হয়ে মাওলানাকে (তথায়) উপস্থিত পেলাম। এরপর আমরা দু'জন আলাপ-আলোচনা করতে করতে ঐ স্থানে পৌছলাম যেখানে ঐ দু'জন লোক গাড়ি নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। বিদায়ের সময় তিনি আমার হাত ধরে বললেন-

اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَخَوَاتِنَكَ عَمَلَكُ،
زُوْدَكَ اللّٰهَ التَّقْوٰى وَيَسِّرْ لَكَ الْخَيْرَ اَيْنَمَا
تَوَجَّهْتَ-

'আমি তোমার ধীন, তোমার আমানতসমূহ এবং তোমার আমলের সমাপ্তি পর্যায়কে আল্লাহর উপর ছেড়ে দিচ্ছি। আল্লাহ তোমাকে তাকওয়া দ্বারা ভূষিত করুন এবং তুমি যেখানেই রওয়ানা কর আল্লাহ তোমার জন্য কল্যাণকে সহজসাধ্য করুন'।

সেই সাথে তিনি আমার হাতে কিছু টাকা ধরিয়ে দিলেন। আমি তাঁকে সেই টাকা ফেরৎ দিতে চাইলাম এবং বললাম, আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। আপনিতো মেহেরবানি এবং অনুগ্রহের কোন সীমা অবশিষ্ট রাখেননি। এ টাকার কি প্রয়োজন আছে। একথা বলতে তিনি আমার হাত ধরলেন এবং ঐ দুই লোক থেকে কিছুটা দূরে গিয়ে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে লাগলেন। তাঁর চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল এবং বলতে থাকলেন, 'উহা নিয়ে নাও। উহা নিয়ে নাও'। ফলে আমি সেই টাকা নিয়ে নিলাম। তাঁর ক্রন্দন দেখে আমার দেহে কম্পন শুরু হয় এবং আমি খুবই লজ্জিত হ'লাম এজন্য যে, টাকা ফিরিয়ে দেওয়াই তাঁর ভীষণ দুঃখ পাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। টাকা নিলে চোখের অশ্রু মুছলেন এবং নিজেকে সংবরণ করে নিয়ে আমার হাত ধরলেন এবং গাড়ীর দিকে অগ্রসর হ'লেন। অতঃপর আমি তাঁকে বিদায় জানিয়ে গাড়ীতে আরোহণ করলাম।^{৭২}

আক্বীদা ও মাযহাব:

আল্লামা মুবারকপুরী একজন খ্যাতনামা আহলেহাদীছ বিদ্বান ছিলেন।^{৭৩} ইবাদতের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট ইমামের তাকলীদ না করে পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ ও 'ক্বিয়াসে ছহীহ' (সঠিক ক্বিয়াস) কে আঁকড়ে ধরাই ছিল তাঁর মাযহাব। তিনি ছহীহ হাদীছের অনুসরণের ক্ষেত্রে কে সে হাদীছের বিরোধিতা করেছে সেদিকে ক্রক্ষেপ করতেন না; বরং ছহীহ হাদীছ পেলেই অকপটে দ্বিধাহীনচিত্তে মেনে নিতেন। আক্বীদার ক্ষেত্রেও তিনি সালাফে ছালেহীনের আক্বীদা পোষণ করতেন।^{৭৪} আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর একত্বের

৬৯. তায়কেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর, পৃঃ ১৫০।

৭০. ঐ, পৃঃ ১৪৯।

৭১. আল-ইত্তেহাম, প্রাক্ত, পৃঃ ২৪।

৭২. ঐ, পৃঃ ২৪-২৫।

৭৩. তায়কেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর, পৃঃ ১৫১।

৭৪. তুহফাতুল আহওয়ামী, মুকাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫৪৮।

(তাওহীদে আসমা ওয়া হিফাত) ব্যাপারে কুরআন ও হাদীছে যেমন বর্ণিত আছে তেমনভাবেই বিশ্বাস করতেন।^{৭৫} উল্লেখ্য, কোন রূপক অর্থ ও কল্পিত ব্যাখ্যা ছাড়াই আহলেহাদীছগণ আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সংক্রান্ত আয়াত ও হযীহ হাদীছ সমূহকে প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ করে থাকেন। তাঁরা আল্লাহর সত্তা ও আকৃতির কোন রূপ কল্পনা করেন না। তাঁর সত্তা ও গুণাবলীকে বান্দার সত্তা ও গুণাবলীর সদৃশ মনে করেন না, কিংবা মূল অর্থ পরিত্যাগ করে কোন গৌণ অর্থ গ্রহণ করেন না। তাঁরা আল্লাহকে নিরাকার ও নির্গুণ সত্তা মনে করেন না।^{৭৬} আল্লামা মুবারকপুরীও উপরোক্ত বিশ্বাস পোষণ করতেন।

রোগ ভোগ, মৃত্যু, জানাযা ও দাফনঃ

শেষ জীবনে চোখে ছানি পড়ে আল্লামা মুবারকপুরীর দু'চোখ অন্ধ হয়ে যায়। অন্ধ অবস্থায় তিনি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী ও মাওলানা আব্দুছ হামাদ মুবারকপুরীর সহায়তায় তিরমিযী শরীফের শেষ দু'খণ্ডের ব্যাখ্যা রচনা সমাপ্ত করেন।^{৭৭}

অন্ধ থাকা অবস্থায় তাঁর পরিবার-পরিজন তাঁকে দিল্লী, লন্ডন অথবা অন্য কোথাও গিয়ে অভিজ্ঞ ডাক্তারের কাছে চোখের চিকিৎসা করানোর জন্য একাধিকবার বলেন। কিন্তু আল্লামা মুবারকপুরী তাদের সে প্রস্তাবে সম্মত হননি। অবশেষে ১৩৫৩ হিজরীতে 'তুহফাতুল আহওয়ায়ী'র চতুর্থ খণ্ড ছাপানোর জন্য দিল্লী গমন করেন। হিতাজাজীদের পরামর্শে সেখানে তিনি চক্ষু হাসপাতালে চোখের চিকিৎসা করান। ১৩৫৩ হিজরীর রজব মাসে তার এক চোখে অপারেশন করার ফলে অল্প সময়ের ব্যবধানে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান। মুবারকপুরে ফিরে আসার পর তিনি হৃদকম্পন রোগে আক্রান্ত হন। তিনি বার বার জ্ঞান হারাতে থাকেন। সাথে সাথে জুরেও আক্রান্ত হন। এভাবে ১৩৫৩ হিজরীর ১৬ শাওয়াল শেষ প্রহরে (১৯৩৫ সালের ২২ জানুয়ারী) মাতৃভূমি মুবারকপুরে ইন্তেকাল করেন ইলমে হাদীছের এই মহারুহ।^{৭৮} ঐ দিন বাদ আছর পারিবারিক গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। দলমত নির্বিশেষে বহু লোক তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। এর পূর্বে মুবারকপুরে অন্য কারো জানাযায় এত লোক অংশগ্রহণ করেনি।^{৭৯}

৭৫. তায়কেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর, পৃঃ ১৫১।

৭৬. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৯৮।

৭৭. তায়কেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর, পৃঃ ১৫৬; তুহফাতুল আহওয়ায়ী, মুকাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫৪৯; তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ৩২৯-৩০।

৭৮. তায়কেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর, পৃঃ ১৫৬; তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ৩২৬; তুহফাতুল আহওয়ায়ী, মুকাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫৪৯-৫০।

৭৯. তায়কেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর, পৃঃ ১৫৬; তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ৩২৮; তুহফাতুল আহওয়ায়ী, মুকাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫৫০।

ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে আল্লামা মুবারকপুরীঃ

১. মাওলানা আব্দুস সামী মুবারকপুরী বলেন,

كان الشيخ رحمه الله تعالى وحيدا في جميع العلوم العقلية والنقلية، متضلعا منها وماهرا بها، ولكن كانت له مزية واختصاص بالحديث وفنونه من التمييز بين الصحيح والضعيف، والراجح والمرجوح، والمرفوع والموقوف، ومعرفة المحفوظ والمعلول، والمتصل والمنقطع وسائر أنواع الحديث، وبمعرفة معاني الحديث وفقهه ودفائق الاستنباط منه، بمرتبة لم يكن أحد من مشايخه يقاربه ويدانيه، وكانت له خبرة تامة بالرجال وجرحهم، وتعديلهم وطبقاتهم، وحظ وافر وقدرة واسعة في شرح الحديث وكشف العبارات-

'শায়খ মুবারকপুরী (রহঃ) বুদ্ধিবৃত্তিক ও শারঙ্গ জ্ঞানের সকল শাখায় অভিজ্ঞ ও অনন্য ছিলেন। কিন্তু হাদীছের বিভিন্ন বিষয় যেমন হযীহ-যঈফ, প্রাধান্যযোগ্য ও প্রাধান্য দেয়, মারফু'-মাওকুফের পার্থক্য নিরূপণ, মাহফুয-মা'লুল, মুত্তাখিল-মুনক্বাতি' ও হাদীছের সকল প্রকারের জ্ঞাতিতে এবং হাদীছের মর্ম, ফিক্বুল হাদীছ এবং হাদীছ থেকে মাসআলা উদ্ভাবন করার ক্ষেত্রে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও সংশ্লিষ্টতা এমন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল যে, সমকালীন কেউ তার সমকক্ষ ছিল না। রাবীদের জারহ-তা দীল এবং ত্বাবাকাত বা স্তর সম্পর্কে তাঁর পূর্ণ অভিজ্ঞতা এবং হাদীছের ব্যাখ্যা ও ইবারতের রহস্য উদ্ঘাটনে তাঁর পূর্ণ অংশ ও ব্যাপক সামর্থ্য ছিল।'^{৮০}

২. আব্দুর রহমান ফিরিওয়াঈ বলেন, من مشاهير عصره وأحد كبار محدثي الهند، طارصيته في الاتفاق كان له ملكة راسخة في علوم الشريعة- 'তিনি স্বীয় যুগের প্রসিদ্ধ (আলেম) এবং ভারতের বড় মুহাদ্দিছগণের একজন (ছিলেন)। বিশ্বব্যাপী তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল। শারঙ্গ জ্ঞানসমূহে তাঁর গভীর দক্ষতা ছিল।'^{৮১}

৩. ডঃ তাকিউদ্দীন হেলালী বলেন,

میں اپنے رب کو شاهد بنا کر کہتا ہوں کہ ہمارے شیخ عبد الرحمن بن عبد الرحيم مبارك پوری اگر تیسری صدی ہجری کی شخصیت ہوتے تو آپ کی تمام وہ حدیثیں جنہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آپ کے صحابہ

৮০. তুহফাতুল আহওয়ায়ী, মুকাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫৪০।

৮১. জুহুদ মুবলিহাহ, পৃঃ ১৪৭।

رضوان الله عليهم سے روایت کرتے صحیح ترین احادیث ہوتیں اور ہر وہ چیز جسے آپ روایت کرتے، حجت بنتی اور اس بات میں دو آدمیوں کا بھی اختلاف نہ ہوتا۔

‘আমি আমার প্রভুকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমাদের শিক্ষক আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রহীম মুবারকপুরী যদি হিজরী তৃতীয় শতকের ব্যক্তিত্ব হ’তেন, তাহ’লে তাঁর ঐ সকল হাদীছ যেগুলি তিনি নবী করীম (ছাঃ) অথবা তাঁর ছাহাবাগণের (রাঃ) কাছ থেকে বর্ণনা করতেন, সেগুলি বিশুদ্ধতম হাদীছ হ’ত এবং তিনি যা কিছু বর্ণনা করতেন তা প্রামাণ্য বলে বিবেচিত হ’ত এবং সে ব্যাপারে দু’জনেরও মতভেদ হ’ত না’। ৮২

৮২. আল-ই’তেছাম, প্রাক্ত, পৃঃ ২৫।

উপসংহারঃ

পরিশেষে বলা যায়, আহলেহাদীছ জামা‘আতের গৌরব আশ্রম মুবারকপুরী ছিলেন হাদীছ শাস্ত্রের নীলাভ আকাশের এক অভ্যাজ্জ্বল নক্ষত্র। সারাটা জীবন তিনি হাদীছ শাস্ত্রের বিদ্যমতে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন। ২২/২৩ বছরের সুদীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে হাদীছের পাঠদানের মাধ্যমে একদল মুহাদ্দিছ তৈরী করে সুন্নাহর প্রচার-প্রসারকে করেছেন বেগবান। প্রতিষ্ঠা করেছেন ইলমে ধীরের সূতিকাগার ৩টি মাদরাসা। নির্লোভ, নিরহংকার, আত্মাহতীক এই মনীষী নিজের মেধা ও যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে নিশিদিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করে তিরমিযী শরীফের অপ্রতিদ্বন্দী ভাষ্যগ্রন্থ ‘তুহফাতুল আহওয়ামী’ রচনা করে যে ঐতিহাসিক বিদ্যমত আজাম দিয়েছেন, হাদীছ শাস্ত্রের দিঘলয়ে তা ভাস্বর হয়ে রয়েছে। আব্বাসীয় যুগের অন্ধ কবি আবুল আলা আল-মাসারীর (৩৬৩-৪৪৯ হিঃ/৯৭৩-১০৫৭ খৃঃ) ভাষায়-

وَأَنِّي وَإِنْ كُنْتُ الْأَخِيرَ زَمَانًا × لَا تَبِمَا لَمْ تَسْتَطِعْهُ الْوَأَوَّلُ

‘সময়ের বিবেচনায় যদিও আমি পরের লোক, তথাপি আমি এমন কিছু করেছি যা পূর্ববর্তী লোকেরা করতে সক্ষম হননি’।

সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ উদ্যোগ

ইসলামী জাগরণী লিখন ও রচনা প্রতিযোগিতা ২০০৫

‘এডুকেশন এণ্ড রিলিফ সোসাইটি’ (রেজিঃ) ও মাসিক ‘আত-তাহরীক’-এর যৌথ উদ্যোগে দেশের স্কুল, কলেজ, মাদরাসার শিক্ষার্থী সহ সকলের জন্য উন্মুক্ত রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। প্রত্যেক বিভাগের বিজয়ীদেরকে আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে।

বিভাগ	শিক্ষাগত মান	বিষয়
ক-বিভাগ (সর্বোচ্চ ৫০০ শব্দ)	১ম শ্রেণী-৬ষ্ঠ শ্রেণী	আহলেহাদীছ আন্দোলনে ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুদ্দাহ আল-গালিব ও শায়খ আব্দুল হামাদ সালাফীর অবদান
খ-বিভাগ (সর্বোচ্চ ৭০০ শব্দ)	৭ম শ্রেণী-১০ম শ্রেণী	আহলেহাদীছ আন্দোলনে অধ্যাপক নূরুল ইসলাম ও এ.এস.এম. আযীযুল্লাহর ভূমিকা।
গ-বিভাগ (সর্বোচ্চ ১০০০ শব্দ)	এসএসসি/দাখিল ফলপ্রাপ্ত- দ্বাদশ শ্রেণী	১. আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের শ্রেফতারঃ তাওহীদী জনতার গণজাগরণ। অথবা ২. প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুদ্দাহ আল-গালিবঃ জীবন ও কর্ম।
ঘ-বিভাগ (সর্বোচ্চ ১৫০০ শব্দ)	স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও সবার জন্য উন্মুক্ত	১. দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় যুগে যুগে আহলেহাদীছগণের ভূমিকা। অথবা ২. কথিত ইসলামী মূল্যবোধ ও হুদু সাংবাদিকতা।

নিয়মাবলী (রচনা প্রতিযোগিতা)ঃ

- রচনা ফুলফুল কাগজের এক পৃষ্ঠায় টাইপ করে/হাতে লিখে পাঠাতে হবে।
- ২০ সেপ্টেম্বর ২০০৫ তারিখের মধ্যে নিম্নোক্ত ঠিকানায় পৌছাতে হবে।
- রচনার সাথে প্রতিযোগী/প্রতিযোগিনীর নাম, পিতার নাম, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, জন্ম তারিখ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম, শ্রেণী, রোল ইত্যাদি আলাদা কাগজে লিখে জমা দিতে হবে।
- নির্বাচিত রচনা প্রকাশ করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের থাকবে। কোন রচনা ফেরত দেয়া হবে না।
- ফলাফল মাসিক ‘আত-তাহরীক’-এর মাধ্যমে জানানো হবে এবং বিজয়ীদের ঠিকানায় পুরস্কার পৌছে দেয়া হবে।
- ফলাফল ও প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

জাগরণী লিখন প্রতিযোগিতাঃ

- আমীরে জামা‘আতসহ ৪ নেতার শ্রেফতার ও পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে ১ পৃষ্ঠায় (গীতিকারের নাম ও ঠিকানা সহ) ২টি করে ইসলামী জাগরণী পাঠাতে হবে। এটি সকলের জন্য উন্মুক্ত। এর জন্যও রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার।

রচনা জমা দেওয়ার ঠিকানা

সম্পাদক

মাসিক আত-তাহরীক

নওদাপাড়া মাদরাসা, পোঃ সম্পুরা,

রাজশাহী। # ০১৭৫০০২৩৮০।

আয়োজনে

এডুকেশন এণ্ড রিলিফ সোসাইটি

কুদরত উল্লাহ মার্কেট (৩য় তলা)

সিলেট। # ০১৭২৬৬৮৩৪৫।